শুদ্ধভক্তি রত্নাবলী

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শুদ্ধভক্তি রত্নাবলী

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ

ওঁ বিষ্ণুপাদ বিশ্ববরেণ্য
শ্রীল শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ
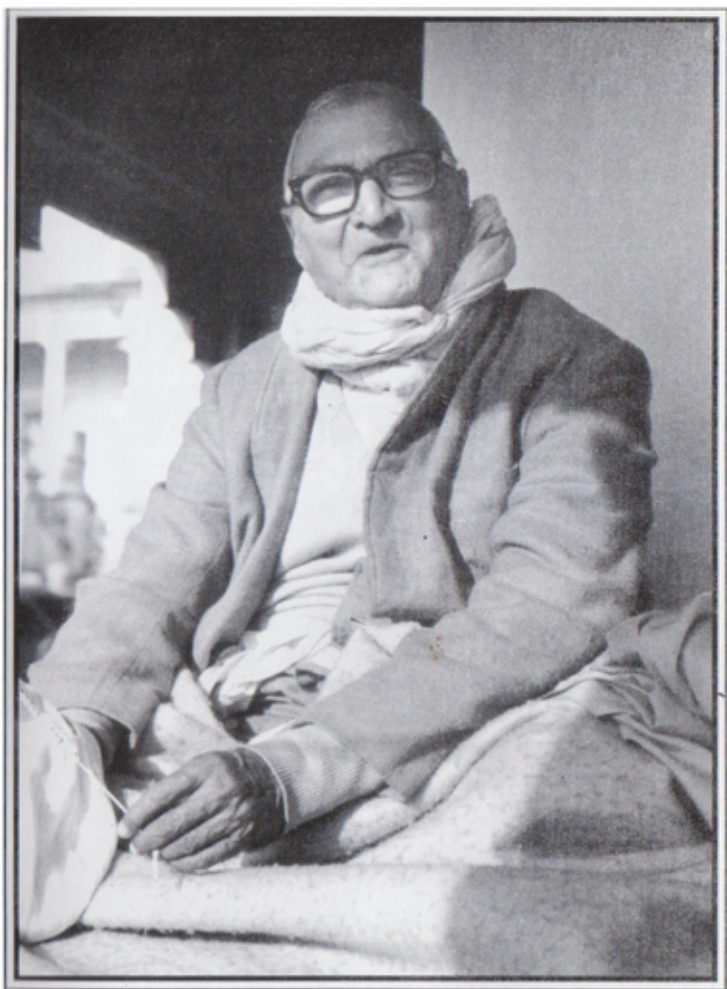
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য
শ্রীল শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীনবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যসারস্বত মঠের সেবিত

শ্রীশ্রীগুরু - গৌরাঙ্গ - গান্ধর্বা- গোবিন্দসুন্দরজীউ
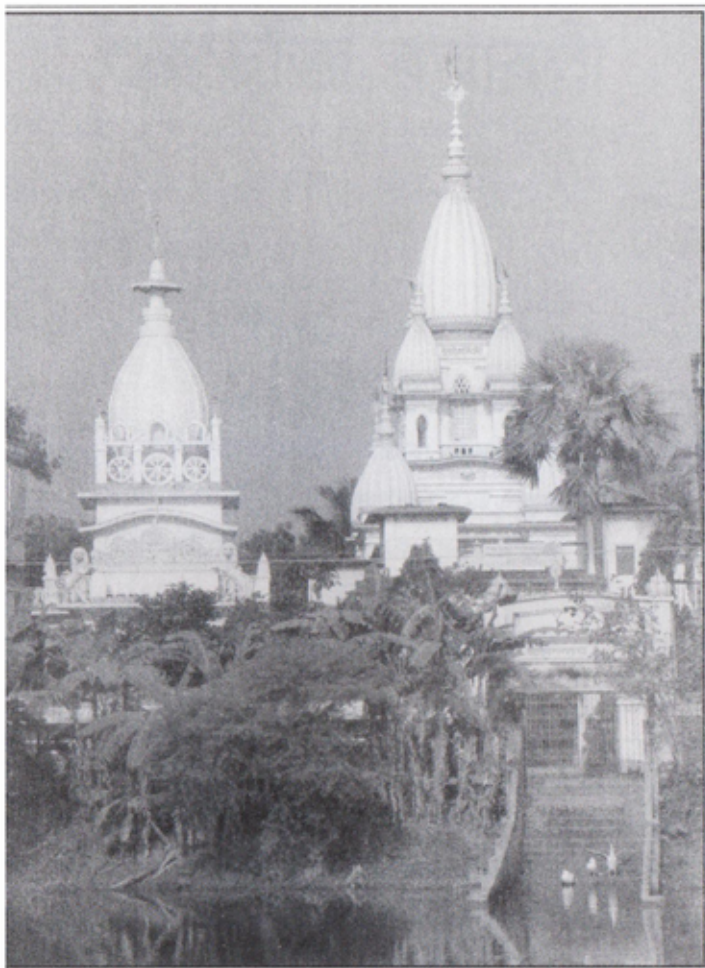
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শুদ্ধভক্তি রত্নাবলী

নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য অনন্তশ্রী-বিভূষিত
নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি-
শ্রীশ্রীল শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের
অনুকম্পিত
তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ও স্থলাভিষিক্ত

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের সভাপতি-আচার্য্য ও সেবাইত
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য ত্রিদণ্ডি দেবগোস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজের
কৃপানির্দ্দেশে
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ মহারাজ
কর্ত্তৃক

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ
হইতে প্রকাশিত, সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত
গিরি প্রিন্ট সার্ভিস হইতে মুদ্রিত

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নম্র নিবেদন

জাগাতে নিখিল তমসাবৃত সুপ্ত জগতজন।
সমুদিত আজি গৌড় গগনে গৌড়ীয় দরশন।।

পরমহংসকুল-বরেণ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের প্রবর্ত্তিত শ্রীগৌড়ীয় দর্শন্ পত্রিকা গৌড়ীয় গগনে প্রকাশিত হয়েছিলেন। বহুরত্নরাজিতে পূর্ণ এই গৌড়ীয় দর্শন পেয়ে সুধীভক্ত পাঠকগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ সখীচরণ দাস বাবাজী মহারাজ লিখেছিলেন— "পত্রিকা খানির সর্ব্বাঙ্গই....... সুশ্রীধর, জয়শ্রীধর, হইয়াছেন। তাই পড়িয়াও আমি ধন্য হইলাম। বড় আশা ছিল শ্রীল প্রভুপাদের গুপ্তধন কবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ লুণ্ঠন করিতে পারিবেন, তাই আমার বড় আনন্দ.......... শ্রীল প্রভুপাদের তত্ত্বসিদ্ধান্ত-অমূল্য-রত্ন যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আস্বাদন করিয়া বৈষ্ণবগণ ধন্য হইবেন।"

শ্রীগৌড়ীয় দর্শনের পরিচয় প্রসঙ্গে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ লিখেছেন— "গৌড় দেশীয় সত্যোপলব্ধির বা তত্ত্বানুভবের মানদণ্ড বলিতে যাহা গৌড়ের উত্তর-পশ্চিমাংশে জগদ্গুরু শ্রীব্যাসাশ্রমে উদিত হইয়াছে;উহাই গৌড়ের পূর্ব শৈলে উদিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ করুণালোক সঞ্চারিত ও বিতরিত হইয়া জগৎজীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়াছে। ইহাই সমগ্র আর্য্যভূমির বা ভারতের প্রাপ্তি বা সংসিদ্ধি এবং সমগ্র বিশ্বে ভারতের মর্য্যাদাময় দানের সর্ব্বোত্তম পদার্থ।" এহেন সুসম্পূর্ণ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও যথার্থ দিব্য উপলব্ধির প্রকাশ পুরাতন শ্রীগৌড়ীয় দর্শন পত্রিকার বহু সংখ্যায় ছড়িয়ে আছে। সেসব দেখে লোভ হয় যে, এসবের যদি কিছুও বর্তমান কালের সুধী-ভক্ত-পাঠকের কাছে তুলে ধরা যায় তাহলে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও ভক্তগণ খুশী হবেন। এই মনে করে পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের ১১১ তম শুভ আবির্ভাব উপলক্ষ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের দিব্য মহিমালোক ও শ্রীগুরুতত্ত্বের অসমোর্দ্ধ মহিমালোক পুরাতন শ্রীগৌড়ীয় দর্শন পত্রিকায় যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলিকে পুনঃ প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের প্রথম ও প্রধান সোপান। শাস্ত্রে 'আদৌ গুরুপদাশ্রয়' দিয়ে ভক্তিঅঙ্গ শুরু হয়েছে

আবার শ্রীগুরুকৃপা দ্বারাই আমরা ভগবদ্‌কৃপা লাভ করতে পারি। তাই শ্রীগৌড়ীয় দর্শনে যে ভাবে শ্রীগুরুতত্ত্বের মহিমা বর্ণিত হয়েছে ও শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা তুলে ধরা হয়েছে তা সুকৃতি সম্পন্ন ভক্তগণের অতিআদরের বিষয় বলেই মনে করি। তাই শুদ্ধভক্তি রত্নাবলী আহরণে প্রথমে শ্রীগুরুতত্ত্বও শ্রীগুরুপাদপদ্মের দিব্যমহিমালোক কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীগায়ত্রী ব্যাখ্যা ও দিব্য কথামৃত কিছু প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্ত্তী কালে শ্রীগৌড়ীয় দর্শনে যে আরো অনেক শুদ্ধভক্তি রত্নাবলী আছে, সেগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করার জন্য শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করি। যদিও এসমস্ত বিষয় অপ্রাকৃত, অসীম ও অনন্ত তাই আমার মত অধম জীবের পক্ষে সেগুলিকে ঠিকভাবে প্রকাশ করাও কঠিন ব্যাপার।

আপনে অযোগ্য দেখি মনে পাও ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ।।

চৈঃ চঃ।

এই মহান শ্রীগৌড়ীয় দর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিলেন যাঁদের মাধ্যমে তার প্রধান হলেন বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ আর তাঁর প্রিয় পার্ষদ তথা বিশেষ অনুকম্পিত বর্তমান মঠাচার্য্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ।

এই মহাবদান্য, পতিতপাবন ও পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুবর্গের চরণে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করি। এছাড়া যেসমস্ত পূজনীয় বৈষ্ণবগণ নানা ভাবে শ্রীগৌড়ীয় দর্শন পত্রিকার সেবা করেছেন, সকলকেই আমি দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করছি। আমার ভুল ত্রুটীর জন্য সকলের কাছে বিনীত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ইতি—

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের
তিরোভাব তিথি
২০/১০/০৫

দীনাধম বিনীত
শ্রীভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের প্রণাম মন্ত্র।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত।

কনকসুরুচিরাঙ্গং সুন্দরং সৌম্যমূর্ত্তিং
বিবুধকুলবরেণ্যং শ্রীগুরুং সিদ্ধিপূর্ত্তিম্।
তরুণতপনবাসং ভক্তিদণ্ডিদ্বিলাসং
ভজ ভজ তু মনোরে শ্রীধরং শন্বিধানম্।।

শ্রীস্বরূপ-রায়-রূপ-জীব-ভাব-সম্ভরং
বর্ণধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষ-সর্ব্বলোকনিস্তরম্।
শ্রীসরস্বতী-প্রিয়ঞ্চ ভক্তিসুন্দরাশ্রয়ং
শ্রীধরং নমামি ভক্তিরক্ষকং জগদ্‌গুরুম্।।

দেবং দিব্যতনুং সুছন্দবদনং বালার্কচেলাঞ্চিতং
সান্দ্রানন্দপুরং সদেকবরণং বৈরাগ্য-বিদ্যাম্বুধিম্।
শ্রীসিদ্ধান্তনিধিং সুভক্তিলসিতং সারস্বতানাম্বরং
বন্দে তং শুভদং মদেকশরণং ন্যাসীশ্বরং শ্রীধরম্।।

গৌর-শ্রীরূপ-সিদ্ধান্ত-দিব্য-ধারাধরং গুরুম্।
শ্রীভক্তিরক্ষকং দেবং শ্রীধরং প্রণমাম্যহম্।।

শ্রীল-ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-দেবগোস্বামি-বিষ্ণু-পাদানাং

প্রণতি - দশকম্।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত

নৌমি শ্রীগুরুপাদাব্জং যতিরাজেশ্বরেশ্বরং।
শ্রীভক্তিরক্ষকং শ্রীল শ্রীধর স্বামিনং সদা।।১।।
সুদীর্ঘোন্নতদীপ্তাঙ্গং সুপীব্য-বপুষং পরং।
ত্রিদণ্ড-তুলসীমালা গোপীচন্দন-ভূষিতম্।।১।।
অচিন্ত্য-প্রতিভাস্নিগ্ধং দিব্যজ্ঞান প্রভাকরং।
বেদাদি-সর্ব্বশাস্ত্রানাং সামঞ্জস্য-বিধায়কম্।।৩।।
গৌড়ীয়াচার্য্যরত্নানামুজ্জ্বলং রত্নকৌস্তুভং।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রেমোন্মত্তালীনাং শিরোমণিম্।।৪।।
গায়ত্র্যর্থ-বিনির্য্যাসং গীতা-গূঢ়ার্থ—গৌরবং।
স্তোত্ররত্নাদি-সমৃদ্ধং প্রপন্ন-জীবনামৃতম্।।৫।।
অপূর্ব্বগ্রন্থ-সম্ভারং ভক্তানাং হৃদ্রসায়নম্।
কৃপয়া যেন দত্তং তং নৌমি কারুণ্য-সুন্দরম্।।৬।।
সংকীর্ত্তন-মহারাসরসাব্ধেশ্চন্দ্রমানিভং।
সংভাতি বিতরণ্ বিশ্বে গৌর-কৃষ্ণ গণৈঃ সহ।।৭।।
ধামনি শ্রীনবদ্বীপে গুপ্তগোবর্দ্ধনে শুভে।
স্থপয়িত্বাগুরূন্ গৌর-রাধা-গোবিন্দবিগ্রহন্।
বিশ্ববিশ্রুত-চৈতন্যসারস্বত-মঠোত্তমম্।।৮।।
প্রকাশয়তি চাত্মানং সেবা-সংসিদ্ধি-বিগ্রহঃ।।৯।।
গৌর-শ্রীরূপ-সিদ্ধান্ত-দিব্য-ধারাধরং গুরুং।
শ্রীভক্তিরক্ষকং দেবং শ্রীধরং প্রণমাম্যহম্।।১০।।
শ্রদ্ধয়া যং পঠেন্নিত্যং প্রণতি-দশকং মুদা।
বিশতে রাগমার্গেষু তস্য ভক্ত-প্রসাদতঃ।।

প্রণতি-দশকম্-এর মর্ম্মানুবাদ

আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম যতিরাজ-রাজেশ্বর শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর স্বামীর শ্রীচরণ-কমলে নিত্যকাল প্রণাম করি।।১।।

যিনি সুদীর্ঘ উন্নত দিব্যজ্যোতির্ম্ময় নয়নাভিরাম অতুলনীয় শ্রীঅঙ্গ-বিশিষ্ট, ত্রিদণ্ডধারী, তুলসীমালা ও গোপীচন্দন বিভূষিত, যিনি ধারণাতীত প্রতিভার অধিকারী হইয়াও পরমস্নেহময়, যাঁহার দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত অথবা অলৌকিক নির্মল-জ্ঞান প্রভায় দশদিক সমুদ্ভাসিত, যিনি বেদ-বেদান্ত উপনিষদ, ব্রহ্মসম্মিত শ্রীভাগবত-পুরাণাদি-সর্ব্বশাস্ত্রের বাস্তব-সামঞ্জস্য বিধানকারী যিনি শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্য রত্নামালায় সমুজ্জল কৌস্তভমণির ন্যায় শোভমান এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মহাপ্রেমে উন্মত্ত ভক্তভ্রমরগণের শিরোমণিরূপে বিরাজিত, আমি আমার সেই শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে নিত্যকাল প্রণাম করি।।২-৪।।

যিনি কৃপাপূর্ব্বক বেদমাতা গায়ত্রীর নিগূঢ়ার্থ পূর্ণ বিকশিত করিয়া এবং শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থ গৌরবময় গুপ্তধন-ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিয়া আপামরে বিতরণ করিয়াছেন, যিনি ভক্তভগবানের নানাবিধ স্তোত্র-রত্নাদি সমৃদ্ধ 'শ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্' নামক গ্রন্থরাজ ও শ্রীভগবদ্ ভক্তগণের হৃদিন্দ্রিয় রসায়ন-স্বরূপ অপূর্ব্ব-গ্রন্থরাজি প্রকটিত করিয়া জগৎকে প্রদান করিয়াছেন, আমি সেই কারুণ্য-সুন্দর-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণাম করি।।৫-৬।।

যিনি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন-মহারাস-রসাব্ধি সমুত্থিত চন্দ্রমাস্বরূপ ভগবান শ্রীগৌর-কৃষ্ণকে সমগ্রবিশ্বে সপার্ষদে বিতরণ করিতে করিতে সম্যক্‌রূপে শোভা পাইতেছেন।।৭।।

যিনি ব্রজাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধামের গুপ্তগোবর্দ্ধন স্বরূপ অপরাধ-ভঞ্জনপাট শ্রীকোলদ্বীপে বিশ্ব-বিশ্রুত মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ স্থাপন ও তথায় শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ-সুন্দর বিগ্রহগণের সেবা-সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিয়া স্বয়ং সেবা-সংসিদ্ধি-বিগ্রহরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরপ শ্রীরূপানুগ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর দিব্য-ধারা-ধর শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণকমলে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি।।৮-১০।।

যিনি প্রত্যহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সানন্দে এই প্রণতি-দশক পাঠ করেন, তিনি সেই শ্রীগুরুদেবের নিজ জনের কৃপা লাভ করিয়া রাগমার্গে ভগবদ্ভজনের অধিকার প্রাপ্ত হন।

শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী

মুখ্য কথা হল, আমরা সাধন পথে যা কিছু পাই, তা কেবল সেবার দ্বারাই পাওয়া যায়। সেবা, সমর্পণ, দিয়ে যাওয়া; তবে পাওয়া যায়। আর এই দিয়ে যাওয়ার return প্রতিদান অর্থ বা অন্য কিছু নয়। সেবা করলে সেবাই পাবে, দিলে তার বদলে সেবাই পাবে। যে পরিমাণে নিজেকে দেবে, সেই পরিমাণে পাবে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। গীতা ৪/১১

কেউ যখন আমার কাছে জাগতিক কিছু চায়, তা আমাকে দিতে হয়। কিন্তু তার ত' শেষ আছে; আবার অভাব হবে। এত একটা খেলা মাত্র। আর যারা serious খুব বুদ্ধিমান্ তারা কেবল আমাকেই চায়; আর তার বদলে কিছু দিতেই হবে। তোমার যতটুকু আছে, তা যতই সামান্য হোক না কেন, তার সবটাই দিতে হবে। আমাকে সবটাই দিলে আমাকে পুরোটাই পাবে। যেমন দিবে, তেমন পাবে। তাই যা তোমার আছে, সবটাই নিয়ে এস, তোমার ঐ সামান্য Capital মূলধন, তাই দাও; আর তার বদলে যা পাবে, তা অনেক, অনেক বেশী।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু আমি ত' Bankrupt—একেবারে দেউলে!

শ্রীল মহারাজঃ তা ত' ভাল লক্ষণ! যদি এখানে কেউ দেউলে, তা হলে সে ত' আশ্রয় চাইবেই। যদি আন্তরিক দেউলে ভাব হয়, তবে আশ্রয় পাওয়ার ইচ্ছাটাও আন্তরিক হবে।

প্রশ্ন ঃ মহারাজ ! আমি আপনার কাছে কিছু ধার চাই।

শ্রীল মহারাজ ঃ ধার! তা এও ত' ধার; আমিও ত ধারে কারবার চালাচ্ছি। আমরা গুরুদেবের কাছ থেকে ধার করেই ত' ব্যবসা চালাচ্ছি! এ গোটা ব্যাপারটাই ধারের ব্যবসা! Negative side,ব্যতিরেক দিক্ থেকে সবই ত' ধারে কারবার!

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ।। চৈঃ চঃ মধ্য ৭/১২৪

যাকে দেখ, তাকে কেবল কৃষ্ণের কথা বল। তাকে মরণের মরুভূমি থেকে বাঁচাও। আমি ত' তোমার পেছনে রয়েছি। আমি আদেশ করছি কোন ভয় পেও না, গুরু হয়ে যাও, দাতা হয়ে যাও, আর সকলকে দিয়ে যাও এইটিই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশ। আর তিনি বলছেন, তিনি পুঁজিপতি, পুঁজিপতি হওয়ার দায়িত্ব তো তাই।

শ্রীভক্তিসুন্দর দিব্যবাণী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে "এবং পরম্পরা-প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ"। এই পরতত্ত্ব বস্তুটি গুরু-শিষ্য পারম্পর্য্যক্রমে চিন্ময় ধাম থেকে মর্ত্যে অবতীর্ণ হচ্ছেন। এটা একটা টেলিস্কোপিক্ সিস্টেমের মতো। টেলিস্কোপ্ যন্ত্রে কি আছে? ভেতরে কতক্গুলি আয়না কোণ্ করে সিস্টেমেটিক্ সাজানো আছে। উপরের আয়নাতে দূরের ছবিটি পড়ে, তখন অন্যান্য আয়নাতে প্রতিফলিত হয়ে নীচের আয়নাতে আমাদের চোখে পড়ে। এই ভাবেতে অনেক দূরের জিনিস্টি আমরা অত্যন্ত কাছে থেকে দেখতে পাই। সেইরকম ভগবান্ তাঁর সেই দিব্য ধারাটি শুদ্ধ পরম্পরার মাধ্যমে এজগতে প্রকটিত রেখেছেন। তা—আপনি মহা ভাগ্যবান্, আজ এই পূণ্য তিথিতে, সাধুসঙ্গে সেই দিব্য নাম পেয়ে গেলেন। নিষ্ঠার সঙ্গে এই নামের আপনি সেবা করবেন। নামের কৃপাতেই আপনার সর্ব্বদিক্ সমুদ্ভাষিত হয়ে উঠবে।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।

শ্রীভক্তি রঃ সিঃ

"অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষুকর্ণ-রসনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।"

চিন্ময় সেবাবৃত্তির দ্বারা সর্ব্বলভ্য হয় এই সুন্দর শ্লোকটি থেকে আমরা অনেক আশা ভরসা পাই। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা, তাঁর সবকিছুই চিন্ময়, সুতরাং এই জড়দেহ, জড়মন নিয়ে তাঁকে আমরা পেতে পারি না। কিন্তু যখন আমাদের মধ্যে চিন্ময় সেবাবৃত্তি আসবে, তখনই আমরা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করতে পারব। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মে স্ফুরত্যদঃ"। যখন তিনি আমাদের সেবার মনোভাব দেখে সন্তুষ্ট হবেন তখন তিনি নিজেই অবতরণ করে এসে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করবেন আর আমাদের জিহ্বায় নৃত্য করবেন। আমাদের নিজেদের শক্তির জোরে, চেষ্টার জোরে তাঁকে আমরা পাব না। কিন্তু কৃপা করে কৃষ্ণ স্বয়ংই এসে আমাদের জিহ্বায় তাঁর শ্রীনামরূপে নৃত্য করবেন আর আমাদের কাছে তাঁর রূপ-গুণ-লীলা প্রকাশিত হবে।

শ্রীগুরুপূজা - প্রসঙ্গে

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।।

যদি কেহ বলেন, — এই প্রপঞ্চে দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া আমাদের সর্ব্বাগ্রে করণীয় অর্থাৎ প্রধানকৃত্য কি? তবে বলিব যে, শ্রীগুর্ব্বাবির্ভাব-তিথির আরাধনাই আমাদের প্রধানকৃত্য। যে তিথিকে অবলম্বন করিয়া পরম মঙ্গলের আকর-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আমাদের ঈশবৈমুখ্যরূপ ভব-ব্যাধি দূরীভূত করিয়া ভগবৎ পাদপদ্মসেবায় অধিকার প্রদানের জন্য আবির্ভুত হইয়াছেন, সেই অনন্ত-মঙ্গলখনিই হইল— শ্রীগুর্ব্বাবির্ভাব-তিথি।

রসরাজ-মহাভাব মূর্ত্তির-প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীরামানন্দ রায় প্রভুর একটি শ্লোকের অনুবাদে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"পুনঃ যদি সেইক্ষণ করায় কৃষ্ণ-দরশন, তবে সেই ক্ষণ-ঘটি-পল।

দিয়া মাল্য চন্দন, নানা রত্ন আভরণ, অলঙ্কৃত করিমু সকল।"

সেই অনন্তবলের মূল উৎসের প্রকাশক্ষণের আরাধনা প্রণালীও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাতেই আমরা জানিতে পারি। তাহা শ্রীগুরু-পারম্পর্য্যে লব্ধ ব্যাসপূজা-তিথি রূপে জগতে প্রকটিত। জগদ্গুরু শ্রীব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজাতেই শ্রীগুরুপারম্পর্য্যের আরাধনাও যুগপৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আমরা ঈশ-বৈমুখ্যপ্রযুক্ত এই প্রপঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেতে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃগণের পূজার ব্যবস্থা আছে। ঋষিকুল— যাঁহারা যজ্ঞাগ্নি সংরক্ষণ করিয়া সাত্বিক দেহের পারম্পর্য্য বিচারেতে ঊর্দ্ধমুখী হইতে চাহেন, তাঁহারা পিতৃপূজা করেন। আর যাঁহারা শ্রমণসঙ্ঘ, তাঁহারা দীক্ষার-দ্বারা যে জন্মলাভ হইল, সেই জন্মের পিতৃকুলকে আরাধনা করেন। তাঁহারাই শ্রৌতপন্থী বা আম্নায়-পন্থী বা সাত্বতবংশ-সম্ভূত বলিয়া অভিমান করেন। তাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম-ভ্রষ্ট হইয়া এই জগতে আসিয়াছেন, আবার সেই রজ্জু ধরিয়া সেখানে যাইবার জন্য সেই পিতৃকুলের স্মরণাদি বা আরাধনা করিয়া থাকেন।

গুরু-পারম্পর্য্যই সেই পিতৃকুল। বেদমাতা গায়ত্রীতে এই প্রকার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে,— আমরা যে অপবিত্রস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি, এখানে পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য ভুতশুদ্ধির চেষ্টা সব সময়ে করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। গায়ত্রী বলিতেছেন যে, তুমি কে— অনুসন্ধান কর? তুমি হাড় মাংসের দেশে আসিয়া পড়িলেও তুমি তাহা নও। তুমি মৃত্যুময় ভূমিকায় আসিয়া পড়িলেও তোমার যে অমৃতময় স্বরূপ আছে, তাহা

অনুশীলনমুখে পাইবার চেষ্টা কর। পিতৃসম্পত্তি পাইবার চেষ্টা কর। বস্তুতঃ তুমি পূজ্য জগতের পবিত্র বস্তু।

গায়ত্রীতে আরও একটি কথা বলা আছে,— এই যে অনুশীলন— ইহা ব্যক্তিগত নহে; ইহা সর্বসাধারণের। সকলে মিলিয়া কর।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্।

ইহাতেও পরিচয় দেওয়া রহিয়াছে— তুমি কে? 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিশংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব' — নিজের আকরের সন্ধান কর। নিজের বিষয় অবগত হও। আত্মানুসন্ধান কর।

শ্রীব্যাসদেবও গায়ত্রীভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন— "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। শুধু তোমার জন্মই নয়—এই জগতের চরাচরের জন্ম কোথা হইতে হইল— অনুসন্ধান কর। পুনঃ পুনঃ অনুশীলনমুখে জান,— তুমি কে? কি ব্যাপার?

অন্বয়মুখে তোমার জন্ম দেখ,— ঈশ্বর হইতে। আর 'ইতরতঃ' অর্থাৎ এই জগতে তোমার জন্ম শৌক্র-শোনিতে হইলেও তাহারও চরমে সেই ঈশ্বর। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তানহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।

হে অর্জ্জুন! তুমি জাননা বটে কিন্তু সারা দুনিয়ার সকল জন্মান্তরের সবটুকু খবরই আমি জানি। শ্রীমদ্ভাগতে সেই বস্তুর পরিচয়ে তাহাই জানাইয়াছেন যে তিনি "অর্থেষুঃ অভিজ্ঞঃ স্বরাট্"। সমস্ত বিষয়ের একমাত্র অভিজ্ঞ— সেই স্বরাট্ তত্ত্ব। সমস্ত জিনিষের মূল ধরিয়া বসিয়া আছেন। সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, স্বার্থ, মঙ্গল— সকল বিষয়ের মূলে তিনিই রহিয়াছেন।

অতএব তিনি বুঝাইতে পারেন। তিনিই বিস্তার করিতে পারেন। অন্যথায় "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"। বহির্ম্মুখ জন— বড় বড় বিদ্বান বা প্রতিভাধর কাহারও সে মহলে প্রবেশের অধিকার নাই। তাহারা বুঝিতেই পারে না। বোঝা তো দূরের কথা সূত্রই ধরিতে পারে না। জীবসৃষ্টি, জগৎসৃষ্টি, স্বরূপ-শক্তির যে সমস্ত প্রকাশ প্রভৃতি আছে, সমস্তই পরস্পর একটি সম্বন্ধসূত্রে ওতঃপ্রোত ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে। তাহারও কারণের কারণ, অনাদির আদি সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের খবর কিভাবে এই জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে?

অতএব তত্ত্বস্তুরই অনুশীলনের জন্য "সত্যং পরং ধীমহি'— সকলকে ডাকিতেছেন। আবাহন করিতেছেন। গায়ত্রীতেও ডাকিয়াছেন— 'ধীমহি'; এখানেও ডাকিতেছেন 'ধীমহি'। 'ধীমহি' অর্থাৎ চিদনুশীলন। এইটিই একমাত্র কৃত্য।

আমাদের শ্রীগুরুবর্গ বলেন— 'জগতে একমাত্র হরিকথার দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কোন সমস্যা নাই।' সব অটোমেটিক্যালি সল্‌ভ্ হইয়া যাইবে, যদি ঐ একটি বিষয়ে মনোযোগ দিই। হরিবিমুখতাই একমাত্র সমস্যা। হরিই— অখিল রসামৃতমূর্ত্তি, আনন্দময়মূর্ত্তি। আনন্দই তো একমাত্র প্রয়োজন। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনঃ।" যদি আমরা আনন্দময়ের মঙ্গল সূত্রের সন্ধান পাই, দেখিব, এজগতের কোন আস্ফালন, মায়ার কোন বিভিষিকাকেই ভয় করিবার নাই। তুচ্ছ প্রতিষ্ঠা সুখ, প্রতিষ্ঠার আনন্দ, মান, যশ, ইহারই জন্য বিপ্লবীর দল নির্ভীকভাবে জীবনটা দান করে; আর 'যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্'— ভয়ও যাহাকে ভয় করে সেই 'অশোক অভয় অমৃত আধার' সৎ-চিৎ-আনন্দময়ের সন্ধানে জন্মজন্মান্তর তো কিছুই নয়? দেহধারীর সব চেয়ে বড় ভয় তো মৃত্যুকে? কিন্তু যাঁহারা অমৃতের সন্তানরূপে আত্মোপলব্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন,— ডাই টু লিভ্— তোমার ঐ বদ্ধ অভিমানের সমাধির উপর আনন্দময়ের মন্দির রচনা করিয়া মৃত্যুকে চিরতরে বিদায় দাও।

সুতরাং সকলকেই ডাকিতেছেন যে, আইস! আমরা অমৃতপূর্ণ জীবন লাভ করি। ঈশ-সান্মুখ্য লাভ করিয়া মৃত্যুময় জগৎকে বিদায় দান করি।

গুরুবর্গ বলিতেছেন— একমাত্র প্রাণের অভাব ছাড়া আর কোন অভাব নাই। হরিকীর্ত্তনই জীবাতু। তদ্দারাই সমস্ত সেট্ রাইট্ হইয়া যাইবে। যাহা কিছু অন্যথা হইয়াছে, তাহা শোধরাইয়া যাইবে। 'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'— অন্যথারূপ ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি এবং স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সেল্‌ফ ডিটারমিনেশন্-এর জন্য চেষ্টা করা— ষ্ট্রাগল্ করা দরকার। চব্বিশঘন্টার মধ্যে চব্বিশঘন্টাই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিলেই প্রকৃত মুক্ত হওয়া যায়।

ইহা পার্টটাইমে বা গোপনে লুকাইয়া করিবার বিষয় নহে। একদল বলেন,— অন্ধকার হইতে আলোক হইয়াছে; আর একদল বলেন,— আলোকের এক অংশে ছায়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে দ্বিতীয়টিই হইল বৈদান্তিক, আস্তিক বা ভক্তগণের বিচার। গীতায় বলিয়াছেন— "একাংশেন স্থিতো জগৎ"। সুতরাং আমাদের সকলের একমাত্র কৃত্য হইল সকলে মিলিয়া 'বহুভির্মিলিত্বা' সংকীর্ত্তন যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করা এবং সাক্ষাৎ সঙ্কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের তথা পারমার্থিক পিতৃকুল গুরুপারম্পর্য্যের সদর-সই করিয়া (গোপনে গোপনে নহে) আরাধনা করা। শ্রীগুরুপূজার দ্বারাই আমরা ভগবানের পূজার ফল লাভ করিব। গুরুপূজার দ্বারাই আমরা সেই সেবাময় লোকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব।

শ্রীভগবদারাধনায় যেমন শান্ত-দাস্যাদি রসবিচার রহিয়াছে, সেইপ্রকার প্রত্যেক রসেরই আশ্রয় বিগ্রহরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্ম রহিয়াছেন। রস বিশেষে অর্থাৎ যেমন সখ্যরসে কেহ গুরুপূজা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া মধুর রসের পূজারীর বিরক্ত হইবার কারণ নাই।

বরং তদ্বারা তাঁহারাও নিজ নিজ উৎসস্থানকে লক্ষ করিবেন। নিজ নিজ উৎসের পূজায় প্রেরণা লাভ করাই হইল প্রকৃত-সুদর্শন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একজায়গায় বলিয়াছেন,— মুসলমানদের 'নমাজ-পড়া' দেখিয়া তোমাদের হিংসা করিবার দরকার নাই। তাহা দেখিয়া তোমাদের নিজের ইষ্টদেবেতে যেন নিষ্ঠা বৃদ্ধি হয়। যেন ইষ্টকে স্মরণ করিতে পার। শ্রীমন্মহাপ্রভু, রথারূঢ় জগন্নাথের নিকট "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক ব্যবহারে প্রকারান্তরে ইহাই জানাইয়াছেন— নিজের অভীষ্ট দেবে তুমি উল্লাস লাভ কর।

অন্যদিকে গুরুভ্রাতাগণকে তো নিশ্চয়ই, নিজের শিষ্যবর্গকেও শিষ্য মনে না করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈভবরূপে— পূজ্যরূপে দর্শন। সবই আমার গুরুদেবের বৈভব মূর্ত্তি— আমাদের গুরুবর্গের আচরণে এই শিক্ষাই আমরা পরিস্ফুটভাবে দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিতেছি। শাস্ত্রীয় বিচার এবং আচরণ এই দুই এর দ্বারাই তাঁহারা দেখাইতেছেন, পুষ্প যেমন ভগবৎ-চরণে অর্পিত হইলে পূজ্যত্ব লাভ করে, সেই প্রকার আমার গুরুপাদপদ্মের সম্পদ সমৃদ্ধ করিবার জন্য যাঁহারা সহায়ক, তাঁহারাও আমার গুরুগণ — ইহাই হইল অন্বয়মুখে দর্শন।

ব্যাতিরেক দর্শনে, মহাপ্রভু যেমন সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন,— আমি কৃষ্ণতত্ত্ব কিছু বুঝি না, তোমার জন্যই কৃষ্ণ আমাকে প্রলপিত করিয়া তোমাকে কৃপা করিতেছেন, আমি শুধু এইটুকু বুঝিতেছি যে, আমার ভিতর দিয়া তিনি তোমার দিকে ধাবিত হইতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতেও ঐ প্রকার ভাবের প্রকাশ দেখুন— শিষ্যকে উপদেশ করিয়া বলিতেছেন যে,— "ইহাই আমার প্রলপিত বাক্য"। মূলতঃ গুরুপূজাই হইল আকর পূজা। যেদিক হইতে আমার রসদ আসিতেছে, আমার মঙ্গল আসিতেছে, সেই দিকেই আমার প্রগতি— প্রপত্তি সমৃদ্ধ হউক। গুরুদেবতাত্মা হইয়া সেবাময়— শ্রদ্ধাময়লোকে সার্থক প্রতিষ্ঠা লাভ হউক।

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।

তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।

পরমারাধ্য পরমহংস-কুল-বরেণ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব বাসরে তদীয় অভিভাষণ

[পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-বাসরে সমাগত সজ্জনবৃন্দ তথা মার্কিণ দেশীয় শিষ্যসহ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ ও পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি সৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, বি-এল, এ্যাড্‌ভোকেট্ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের উপস্থিতিতে তদীয় অভিভাষণ।]

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।
আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্‌রূপপদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি।
গৌড়ে গাঙ্গতটে ব্রজাভিদনবদ্বীপে তু মায়াপুরে
শ্রীচৈতন্য-মঠ-প্রকাশবরো জীবৈককল্যাণধীঃ।।
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীতি বিদিতো গৌড়ীয়-গুর্ব্বন্বয়ে
ভাতো ভানুরিব প্রভাত-গগনে রূপানুগৈঃ পূজিতঃ।।
নিখিল-ভুবন-মায়া-ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন- কর্ত্রী,
বিবুধ-বহুল-মৃগ্যা-মুক্তি-মোহান্ত-দাত্রী।
শিথিলিত-বিধি-রাগারাধ্য-রাধেশ-ধানী,
বিলসতু হৃদি নিত্যং ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী।।

আপনারা পূর্ব্বেই অবগত আছেন, আমার দেহের জন্মে এই ৭২ বৎসর পূর্ণ হচ্ছে। মঠেতে আমার পরিচয় চল্লিশ বৎসর Complete হল। কিছু বেশী। সন্ন্যাস হচ্ছে ৩৭ বৎসর। তিন প্রকারের জন্ম। যে মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে এই জীবনের আমূল

পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে, যে জন্যে এইখানে আজ উপবেশন করেছি, তাঁরই পাদপদ্ম হতে শিক্ষালব্ধ কিছু কথা আপনাদের বলব। আমি আজ আপাতঃ দর্শনে পূজ্য-আসনে বসেছি। কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তিনি সকলকেই এই পূজ্য আসনে বসবার কথা বলে গিয়েছেন, এবং এতে ভীত না হতে বলেছেন। যে দেশে তিনি আমাদের নিয়ে যেতে চেয়েছেন সে দেশের এই রকম পদ্ধতি। সে দেশে সকলে সকলকে পূজ্য দেখেন। ভগবান কৃষ্ণ যখন সুদামাকে একখানি বাড়ী দিলেন, সুদামা সেটি গ্রহণ করলেন। কিন্তু পূজ্য বুদ্ধিতে সেই বাড়ীখানি গ্রহণ করলেন— তাঁর সেবা করবার জন্য। এইটিই হল নির্গুণ অবস্থান। "বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো বাসস্তু রাজসঃ। তামসং দ্যুত-সদনং মন্নি-কেতন্তুনির্গুণম্।" নির্গুণ মানে হচ্ছে, যেখানেতে এমনভাবেতে চলা যায়, যাতে পারিপার্শ্বিকতা হতে কোন দাবী আসতে পারে না। কোন রকম Contract-এ Entrance নাই যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা Free এবং যেটা পাওয়া যায় সেটাও Free. কাহারো কোন রকম Claim থাকে না। অতএব Smoothly সবাই চলতে পারে। চলার মধ্যে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না কাহারো— এইটাই হচ্ছে harmony. এইটাই Reaction ব্যতীত চল্‌বার মত একটা smooth জায়গা। Autonomy-তে সেইখানে সবচেয়ে Freely possible. অর্থাৎ True conceptionএ (পসিবিল) possible. ওইখানে দেনা পাওনা কোন মুভমেন্ট অপোজ করে না। সুতরাং সেই পূজ্য ধামেতে যেতে হবে সকলকে। পারিপার্শ্বিক যা কিছু দেখা যায় সবটাই পূজ্য। চাকরের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধেও চাকরকে প্রভু পূজ্য দেখছেন। তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে প্রসাদ দিচ্ছেন। যেটুকু সেবাদান করছেন সেটা প্রসাদ, সেটা তাঁর কৃপা। পরস্পর সকলকে সকলে কৃপা করছেন। সকলে সকলের প্রসাদ নিচ্ছেন— এইভাবে দেখেন। তাতে সব করা যায়। নির্লিপ্ত, শুধু নির্লিপ্ত নয়— ওই রকম পসিটিভ্ ডিনামিক্ নির্লিপ্ততা। সেইটার জোরেতে সবই করা যায়। কোন কাজ নোংরা নয়। কিন্তু ঐ স্পিরিটে। প্রভুপাদ বলতেন Religion is proper adjustment. Finest adjustment হচ্ছে এই। সেখানে— গোলোকেতে সম্ভব— By the motive of Love. কার্য্য কারণে বন্ধন নাই। এমন ধরণের একটি ফ্রি স্থান সেটি। কেবল প্রীতি-আত্মনিবেদনের দ্বারা প্রবেশ করা যায় সেই রাজ্যে। সেটি গল্পের বিষয় নয়— ঐতিহাসিক বিষয়ও নয়— অধোক্ষজ ভগবান। তাত্ত্বিক বিচার দিয়ে গেলে শ্রদ্ধার সাহায্যে বর্ত্তমানেতেও সেই জিনিষ উপস্থিত। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন, — 'সম্বন্ধ কৌশলে ধামে প্রবেশিলে', সম্বন্ধ কৌশলে যদি ধামে প্রবেশ করতে পারি, আমরা এই রকম ধরণের জিনিষ দেখব। চাবি— ঐ দিব্যজ্ঞান। দিব্য এ্যাড্‌জাষ্টমেন্ট, নিজেকে ঐ রকম করে ফেল। তাঁর স্পর্শে তিনি ঐ রকম করতে চেয়েছিলেন। সেখানে সকলই পূজ্য। সকলকেই তিনি প্রভু বলতেন। তিনি শিষ্যগণকে প্রভু বলতেন। আপনি আজ্ঞা করতেন। দণ্ডবৎ ফিরিয়ে দিতেন। শিষ্যগণ

দণ্ডবৎ করলে গ্রহণ করতেন না— এই প্রকার অভিনব জিনিষ আমরা এসে দেখেছি। সবটাই আমার করা উচিৎ, সব সেবাটাই আমি পারি না, এঁরা অনুগ্রহ করে আমাকে আমার কাজেতে সাহায্য করছেন। আমি সর্ব্বাধম সেবক।

একবার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু লিখতে লিখতে একটি প্যাসেজের ট্রান্স্লেশান করতে গিয়ে রামগোপালবাবু ঠেকেছিলেন। তাতে এই ধরণের কথা আছে— যে, কোন এক ভক্ত বলছেন, এই সেবাধিকারের সেবা আমি করব, এতে আমি অন্য কোন সেবককে আসতে দেব না। এমন কি মহালক্ষ্মী যদি কক্ষা দিতে আসেন, তাঁকে নিরস্ত করব। স্বয়ং বলদেব এলেও দেব না। এটা দাম্ভিকতা হচ্ছে না? আমি ২/১ বার শ্লোকটিকে পড়ে দেখলাম, প্রভুপাদের কৃপায় বুঝতে পারলাম। দাম্ভিকতা নয়। এটা তাদের থেকে আমি বড় সেবক— এই দিক থেকে বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে যে, তোমরা সেব্যতত্ত্ব, আমি একা সেবক। এখানে সকলেই আমার সেব্যতত্ত্ব। বলদেব, মহালক্ষ্মী তো সেব্যতত্ত্বই। তোমরা সকলে বস চুপ করে। সেবা করা আমার কাজ। আমি হলাম নিকৃষ্টতম সেবক। সেবা আমি করব। সেবাই আমার একমাত্র ধর্ম্ম এই ভাব গৃহীত হলে সব ঠিক হবে। সেই রকম ভাবেতেই প্রভুপাদ বলতেন— এসব আমার কার্য্য। এই ঠাকুর পূজাই বলুন, আর ঝাঁট দেওয়াই বলুন বা বাসন মাজাই বলুন সবটাই আমারই কাজ; কিন্তু আমি সবটা পারি না। এজন্য এঁরা সব আমাকে সাহায্য করেন। ইহাই হোল গোলোক দর্শন। মহাভাগবতের দর্শন। মধ্যমাধিকারে নেমে এসে গুরু শিষ্য বিচার করে শাসনাদি কার্য্য করা হয়। পূর্ণ দর্শনেতে শাসনের কিছু নাই। সকলের কাছেই কৃপা। শিষ্যগণকে বলছেন, আমার কথায় মনোযোগ দিয়ে আপনি কৃপা করুন। এই রকমের পরিভাষা, এই রকমের ব্যবহার। এই রকম স্থান নিত্য বর্ত্তমান আছে। এই রকম সুখের জায়গা থাকা উচিত এবং সেইটাই স্বাভাবিক। আর সেটা একমাত্র প্রীতিতে সম্ভব করতে পারে। গোঁজামিল দিয়ে নয়। এই জিনিষটাকে সত্য সত্য সাবস্টান্সিয়েট করতে পারে একমাত্র Love, প্রীতি, প্রেম এবং সেইটির প্রাথমিক অবস্থা হচ্ছে— শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা যে পরিমাণেতে গাঢ় হয়, সেই পরিমাণে সেই লোকেতে নিয়ে যায়। সেইখানেতে গৃহেতে গোলোক ভায়। ভূতলে গোলোক দর্শন এই যে, উপরের আবরণটা চলে যায়। অর্থেষু অভিজ্ঞঃ স্বরাট্। প্রকৃত তাৎপর্য্য অর্থ করতে পারা যায়। এই জগত সব হরিসেবা করছে, এযে প্রিজুডিস্— কভার— এইটা যখন টর্ণ আউট্ হয়ে যায়। পর্দা সরে গেলে দেখা যায় সব গোলোকের লীলা চলছে। "যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়"— ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই রকম একটি মহৎ দর্শনেতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আরসব টিকে ধরানোর উপহাসের মত উপকার একটু আধটু করতে যাচ্ছে। গুলিখোরের টিকে ধরানোর মত আরোহীপন্থী। কেউ এক পা এগোচ্ছে, দুই পা, দশ পা এগোচ্ছে। এগিয়ে বলছে 'আমি চাঁদ ছুঁয়েছি শুক্রগ্রহে পৌঁছেছি রকেটেতে। আনন্দের সীমা নাই যে আমরা কিনা

করলাম! আমরা শেষ করে ফেলেছি। আমরা ভগবানের গলা টিপে মেরে ফেলে দিয়েছি। বিজ্ঞানের এত বড় জয়। আরে বাপু। এটা আর ক' মিনিটের— ক' সেকেণ্ডের রাস্তা। এই লাইন দিয়ে বিচার করতে গেলে একে কি শেষ করা যাবে? সে হচ্ছে "Space is Infinite"; তাকে কি শেষ করবার সম্ভাবনা আছে? তারপর টাইমের factor আছে। তারপর আরও কত কিছু আছে। মেনটাল স্পেস্ এবং টাইমকে মুঠোর মধ্যে পুরে রেখেছে thought. Law of thought. এই সব স্পেস এ্যণ্ড টাইম তা হ'তে উদ্ভুত হয়েছে। এই সব কত জিনিষ— তার মৌলিক, তার মৌলিক এই রকমভাবে কত কিছু আছে। সেন্টারের দিকে তো কোন কথাই নাই। এসবে অদ্ভুত কি দেখাবে। যাদের সত্যিকারের বিচার একটু একটু মাথায় ঢুকেছে তাদের কাছে প্রহসন ছাড়া— উন্মাদের— এক চাইল্ডিস্ ড্যান্স ছাড়া— এটা আর কিছু নয়। এটা নিয়ে জয়যাত্রা বলে একটা গগনভেদি চীৎকার। আসলে খাঁচার মধ্যে ২/১ ইঞ্চির তফাতে গিয়ে নাচ গান করছে। এই সব মায়ার মোহ ছাড়া আর কিছু নয়। এই সমস্ত বিচার গুরুপাদপদ্মের কাছ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি এবং একমাত্র এই জিনিষের চর্চ্চা হওয়া উচিত। কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর কোন দুর্ভিক্ষ নাই। জগতের কোন দুর্ভিক্ষ এইসব রিভলিউশনারী কথার কাছেও যেতে পারে না, তার আর বিচার সমালোচনা কি করবে? কাছাকাছি ধারণা করবার মত লোক অত্যন্ত দুর্লভ। একমাত্র হরিকথার দুর্ভিক্ষ।

কেবল লয়েলিটি— ফেথ্ফুলনেস্ ক্রিয়েট করা দরকার। বিদ্রোহের জন্যই দুঃখ। শুধু ভগবদ্বিদ্রোহ-ই হচ্ছে এর কারণ। বিদ্রোহটা বাদ দাও— দেখবে, সব জিনিষ ঠিক আছে। এক কথায় কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারা এ বিদ্রোহ দমন হ'তে পারে হরিকীর্ত্তনের দ্বারাতে— what is what — জিনিষটাকে এখানে আনতে পারে। প্রপার এ্যাডজাষ্টমেন্ট (Proper adjustment) আসতে পারে— জগতে তাহলে দেখবে এডরিথিঙ ইজ দেয়ার। সব জিনিষই আছে, কেবল নিজে ডিজার্ভ করি না তাই পাই না। ফাস্ট ডিজার্ভ দেন হ্যাভ। কোন অভাব নাই। যেটা অভাব অভাব করে চীৎকার করছো, সেটা একটা স্যাডো-র সঙ্গে মারামারি। এ ব্যাড্ ওয়ার্কস্ ম্যান কোয়ারল্স্ উইথ হিজ ষ্টুলস্। যা কিছু প্রবলেম্ দেখছ সব কোয়ার্লস্ উইথ্ হিজ স্টুলস্— ছাড়া আর কিছুই নয়। আন্নেসেসারি। প্রপার এডজাষ্টমেন্টে এসো। সবই অপ্যুলেন্ট— বৈকুণ্ঠ। যেখানে কোন কিছু কুণ্ঠা— অভাব নাই। এই রকম ভাবের উপকারের কথা জগতে আছে— এটাতো অত্যাশ্চর্য্য অবিশ্বাস্য। কিন্তু এইটে সম্ভব ভগবানের ইচ্ছায়। এই রকম অচিন্তনীয় ভাবে লাভের সম্ভাবনা আমাদের বর্ত্তমান এবং তিনি অতি নিকটে। তদ্দূরে তদন্তিকে। দূর করলে দূর। আমার চেয়ে আমাকে নিকট করতে পারেন। কতটুকু জানি? কিন্তু তিনি আমার মঙ্গলটা আমার চেয়েও বেশী বোঝেন। আমার চেয়েও আমাকে বেশী ভালবাসেন। এই রকম জগতের সন্ধান দিয়েছেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

আজ আমাদের স্বামী মহারাজও এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁর আকর্ষণে সুদূর আমেরিকা হতে তাঁর সঙ্গে যে দুটি চিত্ত আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছেন আমাদের শ্রীগুরুপাদদ্মে, তাদেরও আপনারা দেখছেন এবং সুদূর পাশ্চাত্য তথা আমেরিকাতে আরও যে সব শিষ্যগণ রয়েছেন সবই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ প্রচার-বৈভব। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রচারের লক্ষণ— একেবারে চূড়ায় গিয়ে উঠে পড়া। আমাকে একবার কৃষ্ণনগরের এক উকিল বলেছিল, আপনারা সাধুটাধু হয়ে সব পাহাড়ে যাবেন, জঙ্গলে যাবেন না, এখানে এসেছেন আমাদের মত বিষয়ীর কাছে আমি বললাম আমাদের গুরু মহারাজ সাধারণ সাধক নন যে, ডিস্টারভেন্স থেকে দূরে গিয়ে — গুফায় গিয়ে আত্মনিয়োগ করে সাধন করবেন। তিনি গোলোক থেকে এসেছিলেন এই জগতকে কন্‌ভার্ট করবার জন্য। ক্যাপচার করবার জন্য। টোটালেটেরিএন্ ওয়ার করতে। এই সঙ্গে তিনি এসেছিলেন মায়ার প্রধান প্রধান দুর্গ গুলোকে ক্যাপচার করতে। যেখানে যত বড় বড় লোক, উকিল, জজ, ব্যারিষ্টার, রাজা, মহারাজা আছে, যা কিছু শ্রেষ্ঠ স্থান আছে, সেই সমস্তকে ক্যাপচার করে, কন্‌ভার্ট করে, ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করার চেষ্টা ছিল তাঁর। তিনি তো ভীত ছিলেন না কোন কিছুর জন্য? তাঁর বাণী,— আমার গুরুপাদপদ্ম থেকে আমি যে শিক্ষা করে এসছি', তাই আমি জগৎকে দেব। জগৎ থেকে নেবার আমার কিছুই নাই। জগতের কোন স্থান থেকে কিছুই নেবার নাই। আমার গুরুপাদপদ্মের কাছ থেকে যে সম্পত্তি পেয়েছি, তার কণামাত্র পেলেও জগৎ ধন্য হয়ে যাবে। একটা ভাত টিপ্‌ লে সব ভাত হয়েছে কিনা যেমন বোঝা যায়, সেই রকম সারা জগতের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল— কোন্‌টা কি "কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ আবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।" তুমি কি দেবে আমাকে? ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যেখানে সাফার করছে? এ জগতের যিনি ক্রিয়েটার— সেই ব্রহ্মা আদি দেব যারে ধ্যানে নাহি পায়।

সধর্ম্ম-নিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।......... "সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে"....... কোনখানে কি আছে না আছে, সব আমার জানা আছে। আমাকে কি ভোগা দেবে? কি কথা বলে আমাকে বুঝ দেবে? ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্ত যেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেখানে সিভিলাইজেশানের মোহেতে, আমাকে কি ভোগা দিবে? আমি কোথায় এসেছি তাও যখন জানি, তেমনি কারা আমার সঙ্গে কথা বলছে— তাও জানি, আরও জানি আমার কি কর্ত্তব্য। এই হোল তাঁর কথা। সুতরাং সেই রকমের বলাবল নিয়েই এখানকার, মায়ার বড় বড় ফোর্ট গুলোকে ক্যাপচার করবার জন্য চেষ্টা ছিল তাঁর। তিনি যখন বৃন্দাবনে যান সন্ন্যাসের পর। তাঁর দুটি শিষ্যকে তিনি হ্যাটকোট পরিয়ে নিয়ে চললেন। লোকে কটাক্ষ করছে, বৃন্দাবন যাচ্ছেন, একটা খাদি কাপড় পরে দীনহীন বেশে যাবেন। আর একি করছেন, দুটি কোট্‌প্যান্ট্ পরা চেলা নিয়ে বৃন্দাবন যাচ্ছেন?

বৃন্দাবনে গিয়ে সেখানে বলছেন যে, তোমরা যে পরমহংসের পোষাকটা জোর করে প'রে নিয়ে ভজন করতে যাচ্ছ— ওটা ভজন নয়। ভজন অতো ছোট নয়। তোমাদের ঐ পোষাকের মধ্যেই তৃণাদপি সুনীচতা আটকান নেই। প্রকৃতপক্ষে স্পিরিটেতে আটকান আছে। সেই দৈন্য জিনিষটা পেতে হবে। তোমরা ঐরকম হীনমন্য ভাবকে নিয়ে যে ভাবেতে রয়েছ, ভজন করছ, নিজদ্গিকে বিদ্রূপের পাত্র মনে করছো, এই রকম অবস্থায় হরিভজন আটকান নাই। গান্ধীজী যেমন বলতেন, অহিংসা মানে সবলের অহিংসা। তেমনি আমার গুরুবর্গের দৈন্য, বৈরাগ্য, এটা সবলের, তাদের পায়ের নখে সমস্ত সম্পদ বর্ত্তমান। তাঁদের যে দীনহীন বৈরাগ্যের বেশ, সেটি শোভার বিষয়। তোমাদের ঐ কপটতার দ্বারা সেই জিনিষ পাওয়া যাবে না। সুতরাং এখন যে জিনিষটা যারা মার্কেট ক্যাপচার করছে, তাকে ক্যাপচার করবার স্পিরিট ছিল তাঁর। (রামমোহন রায় খানিকটা গোজামিল দিয়ে ওয়েষ্টার্ণ মোহটাকে থামাবার চেষ্টা করেছিলেন। উপনিষদ ব্রহ্ম ইত্যাদি কথা নিয়ে।) বাইরে মটরে চড়ে ভিতরে 'কবে ব্রজের ধুলায় দিব গড়াগড়ি।'— যদি অন্তরের অন্তরতম স্থানে এই বিচারটা রক্ষা করা যায়, সেইটেই খুব উপকারী জিনিষ হবে— সেইটিই মহান। কিন্তু বাইরে বৈরাগ্য নিয়ে যদি ভিতরেতে অন্তঃসলীলা হয়ে ভোগবুদ্ধি করা যায়, সেইটে হোল সর্ব্বনাশকর। সেইরকম ভাবেতে এই জড় সিভিলাইজেশানের মোহ ভিতরে গজ গজ করছে অথচ বাইরে একটা ঐ রকম পোষাক নেওয়া, মানে নিজেকে বঞ্চিতই করা হবে। কি করছি জানি না, পরতে হয় পরছি বললে ত হবে না। প্রভুপাদের চিকিৎসা পদ্ধতি হল— ফোঁড়া হলে যেমন অপারেশান করে তার গরদা পুঁজ সমস্ত বের করে দিয়ে ওষুধ দিয়ে ঠিক করতে হয়, সেই রকম তিনি বৈষ্ণব সমাজকে সর্ব্বতোভাবে অপারেশান করে নিয়ে, মেডিসিনাদির ব্যবস্থা দিয়ে, হেলদি করে দিয়ে গিয়েছেন। এই রকমের একটা বিচার ধারা নিয়ে তিনি এসেছিলেন। এটা অভুপূর্ব্ব জগতের পক্ষে এবং তাঁর সেই সোনার কাঠির স্পর্শেতে যাঁরাই এসেছেন (এর মধ্যেই অনেকে আছেন) তাঁরাই এই বিষয় লাভ করেছেন। নলেজ ইজ পাওয়ার কিন্তু তারও উপরে লাব ইজ মোর পাওয়ারফুল। সুতরাং তাঁর জন্য যে কোন মূল্য দেওয়া যেতে পারে। ঐরকমের প্রজ্ঞান বা প্রেমজ্ঞান বা সেই অবস্থা লাভ করার জন্য এখানকার সমস্ত রকমের সম্পদ বিকিয়ে দিয়ে সেখানে যাওয়া যেতে পারে। সেই জিনিষের সামান্য আলোচনা 'স্বল্পমপ্যস্যধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। বিপুল ভয়ের মধ্যে আমরা আছি। তা আমরা বুঝতে পারি না। এই রকম পরাধীনতার মধ্যে আমরা থেকেও যে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করছি, তদ্দ্বারা নিজেকে বঞ্চনাই করা হচ্ছে। ভাগবতে পুনঃ পুনঃ একে বলেছেন— ট্রেচারী। বদ্ধজীবমাত্রেই সব আত্মঘাতীর দল। আমরা সকেলেই আত্মঘাতের জন্য— মোর অর লেস— মেতে রয়েছি। সুতরাং আমাদ্গিকে উদ্ধার করে এই রকম একটা মহান আদর্শ ও পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে

যাওয়ার অভিযান তিনি করেছেন। এই ব্যাপকভাবে, সর্ব্বপ্রকারেতে ব্যাপক অভিযান আর কুত্রাপি দেখা যায় না। সুতরাং সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা, সেই সতের মহিমা শংসন, সকলের একমাত্র মঙ্গলের সূত্র। এই বিষয় আলোচনা করতে, যে কোন অবস্থাই অবলম্বন করতে হোক, সেইটাই স্বীকার্য্য। সেইটা যে মাথায় করে নিতে পারবে, তাকে মায়া আর বাঁধতে পারবে না, নইলে বাঁধবে। .... "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"— আকাশে যেমন সূর্য্য বিস্তৃত রয়েছেন আলোক দাতারূপে বা চক্ষুরূপেতে সেইরকমভাবে বিষ্ণুর পরমপদ আমাদের সকলের মাথার উপরেতে বিস্তৃত রয়েছেন। তিনি দ্রষ্টা— দৃশ্য নন;তিনি জ্ঞাতা— জ্ঞেয় নন— আমাদের কাছে। কিন্তু সেবোন্মুখ-বুদ্ধিসম্পন্ন হলেই তখন সেই দ্রষ্টাকেও দেখতে পাওয়া যায়, সেই জ্ঞাতাকেও জ্ঞেয়রূপে অনুভব করতে পারা যায়।

বস্তুতঃ তিনি অধোক্ষজ। অধোক্ষজ শব্দটি ভাগবতের একটি প্রিয় শব্দ। ভাগবত কেবল কতকগুলি ভাবুকতার পরিবেশন করেন নাই, সেখানে শুদ্ধজ্ঞান অবলম্বনে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, পন্থায় বস্তুতত্ত্বের পরিবেশন হয়েছে। সেই ভাগবত বলেছেন, — যাঁকে এই জড়ের মাধ্যমে ধরতে ছুতে পার না, তাঁকেই ভক্তি কর। 'যতো ভক্তিরধোক্ষজে'। তোমার কব্জার মধ্যে যাকে পাবে— মীয়তে অনয়া— তা নিকৃষ্ট বলেই জেনো। কিন্তু অধোক্ষজতত্ত্ব তোমার কব্জার বাহিরে। অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন। যে তত্ত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে সবসময় অধোদেশে রেখে বর্ত্তমান— তিনিই হচ্ছেন অধোক্ষজ বস্তু। তিনি সব সময় গার্জেনের মত রয়েছেন অথচ দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব। কিন্তু একমাত্র শ্রদ্ধায় জ্ঞেয়। শরণাগতির প্রাপ্য। এই প্রকারে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সেই তত্ত্বে যার যতখানি শ্রদ্ধা— সে ততখানি অনুভব করতে পারে। শ্রদ্ধাময় জ্ঞানের তারতম্যেই জীবের আত্মার ক্রমবিকাশ। এবং সেই বিকাশের উত্তরোত্তর পর্য্যায়ে সুপিরিয়র ডিভিনিটি কম্পাল্সারী— দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সবটুকুই অতিন্দ্রিয় তত্ত্বের অনুগ্রহ পুষ্ট। অবরোহমার্গে অবতরণ করে। শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় এবিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন—

ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখং অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদঃ স বেদবিৎ।।

বেদবিৎ কে? না— যে এই প্রকারের একটা কনসেপশন নিতে পেরেছে জগৎ সম্বন্ধে— সেই বেদবিৎ। কি প্রকারের কনসেপশন? একটা অশ্বত্থ গাছের মত, যার মূল ঊর্দ্ধদিকে। নীচের দিক হতে নয়। সেখানে থেকে নীচে এসেছে, এসে বিষয় সমূহ প্রবালের মত অর্থাৎ পল্লবরূপে গজিয়েছে। চোখ দিয়ে রূপের জন্ম, কান নিয়ে শব্দের উদ্ভব, এই প্রকারের। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্তের ব্যাখ্যায় একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন,— আমরা স্বপ্নেতে দেখি একটা বাগানে গিয়েছি। সেখানে স্বপ্নের সেই গাছকে স্বপ্ন-দ্রষ্টার মনে হয়

যে বাগানের ঐ গাছ বহুদিনের। যদিও তা তখনই স্বপ্নেই তৈরী। তেমনি আমাদের এক প্রকার চিত্তবৃত্তি হতেই এই পারিপার্শ্বিক জগতের উৎপত্তি। ভোগবুদ্ধিতে এক একটি আংশিক অনুভূতির মধ্যে আমরা পড়ে যাচ্ছি এবং তাই আমাদের কাছে বাস্তব হয়ে উঠছে।

মনু সংহিতায় বলেছেন,—

"যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টিতং জগৎ।
যদা সবিতৃশান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতে।।"

সেই বিরাট পুরুষ যখন নিদ্রিত, তখন সব নিদ্রিত— আর সৃষ্টি নাই — প্রলয়। আবার তাঁর জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই সব এক্‌টিভ্‌ হয়ে ওঠে। এই প্রকার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারের সন্ধান দিয়েছেন মহাজনগণ। সেই সব বিচার সাধুসঙ্গে লাভ করে আমরা জন্ম-জন্মান্তরের মঙ্গল লাভ করতে পারি।

আজ আমি যে মহাপুরুষের কৃপায় সেই বস্তুর কিঞ্চিৎমাত্র নিয়ে বন্ধুগণ সঙ্গে এই স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমার প্রতি প্রদেয় আপনাদের যাবতীয় প্রশংসা ও অভিনন্দনাদি তাঁরই প্রাপ্য। আমার যদি কিছু প্রশংসার থাকে— তা কিসের জন্য? আমার এই মাংসপিণ্ড দেহটার জন্য নিশ্চয়ই নয়; আমি এখানে থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছিলাম সেটুকুর জন্য ও নয়। প্রশংসার বা অভিনন্দনের বিষয় যদি কিছু থাকে, তা সেই অতিন্দ্রিয়তত্ত্বের সংবাদ যদি কিছু রাখি, সেই সংবাদ বহনের দূত হিসাবেই প্রশংসার্হ এবং তার জাষ্টিফিকেশন্‌ও আছে। যেমন লোহার মধ্যে আগুন এলে আগুনেরই মাহাত্ম্য খ্যাপিত হয়, সেই প্রকার সাধারণ জীবের মধ্যে ভগবৎ সম্বন্ধীয় বিচারের আলো দেখা গেলে সেই আলোর জন্য সেই সচ্চিদানন্দবস্তুর মাহাত্ম্যই প্রকাশিত হয়। অতএব যে উদ্দেশ্যে আপনাদের এই অভিনন্দন, সেটি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই প্রশংসা বলে মনে করি এবং সবটুকুই তাঁর পাদপদ্মদ্যুতি-স্পর্শে ধন্য হোক— এই প্রার্থনা।

শ্রীহরিভক্তির স্বরূপ ও অধিকারী

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শাস্ত্রীয় সমদৃষ্টি বা সমন্বয়ের নামে 'সব সমান'— এর মোহ বা অভিশাপ হইতে আত্মোদ্ধার করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হউন—ভক্তি কাহাকে বলে। "সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষিকেন হৃষিকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।" —দেবর্ষি নারদ বলেন, সর্ব্বপ্রকার আগন্তুক ভাব-বিমুক্ত সেব্যতত্ত্বের তৃপ্তিমূলক—বিশুদ্ধ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়াধিপতি গোবিন্দের সেবাকেই 'ভক্তি' বলে। শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তি সঞ্চারিত শ্রীরূপগোস্বামী শুদ্ধাভক্তির সংজ্ঞা নিরূপণ এইরূপ করিয়াছেন। 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা'—অর্থাৎ ইতর বাসনা রহিত কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি চেষ্টারূপ আবরণশূন্য শ্রীকৃষ্ণরূপ ভগবৎ-স্বরূপের রুচিকর সেবার চেষ্টাই 'শুদ্ধাভক্তি'। শুদ্ধাভক্তির এইপ্রকার সংজ্ঞার প্রতিটি শব্দই প্রয়োজনীয় অর্থ-দ্যোতক। ইহা বিশদভাবে আলোচনা করিলে ভক্তির যথার্থ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এক্ষণে মোটামুটি ভাবে আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, ইতর বাসনা, কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভৃতি হইতে ভক্তি একটী স্বতন্ত্র পদার্থ। প্রত্যেক বাহ্যিক কার্য্যের দ্বারা আমরা ইতর বাসনা চরিতার্থ করিতে পারি। অর্থাৎ বাহ্যিক হরিকীর্ত্তনের আবরণে আমরা শ্রীহরিভক্তি ব্যতীত আমাদের তুচ্ছ নীচ প্রবৃত্তি সমূহের তৃপ্তি বিধান করিতে পারি। অথবা শাস্ত্র-বিধি সম্মত-সূক্ষ্ম দেহের জড়ীয় সুখানুসন্ধান সম্পাদন করিতে পারি অথবা শ্রীহরিকীর্ত্তনের দ্বারাই শ্রীহরিসেবার মূলোৎপাটন চিরনির্ব্বাসনকারী ব্রহ্ম-সাযুজ্যরূপ মুক্তিলাভের যত্ন করিতে পারি। বাহিরে হরিকীর্ত্তনের রূপ কিন্তু অন্তরে অন্য চেষ্টা বর্ত্তমান থাকিলে তাহা বাস্তব কীর্ত্তন হইবে না।

এক্ষণে সাধারণ বিচার হইতে আরও একটু বিশেষ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। ব্যক্তি বিশেষের শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীহরিকীর্ত্তন হইতেছে কিনা—ইহা কিরূপে জানা যাইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীভাগবত-টীকার নবধাভক্তি-ব্যাখার একটী বিষয়ে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

"ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা" এই স্থানে স্বামিপাদ 'আদৌ অর্পিতা পশ্চাৎক্রিয়েত'—বলিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীহরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণ প্রভৃতি, যদি শ্রীভগবানে আগে অর্পিত হইয়া কৃত হয়, তবে ভক্তি হইবে। অর্থাৎ

আমি যে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতেছি, ইহার ফল ভগবানকে দিব এইরূপ হইলেও হইবে না। আমি হরিকীর্ত্তন করিতেছি কেন?—শ্রীভগবান সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া। হরি-কীর্ত্তন মাত্রেই ত ভগবান সন্তুষ্ট হইবেন? শ্রীহরি-সন্তোষ-বিধানই আমার কীর্ত্তনের লক্ষণ হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। ব্যক্তি বিশেষের কীর্তন—শ্রীহরিকীর্ত্তন হইতেছে কিনা তাহা কিরূপে জানা যাইবে?—তাহা জানিবার লক্ষ্মণ নিম্নলিখিত প্রকার আছে। প্রথমতঃ কীর্ত্তনকারী শ্রীহরিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন। সেই শ্রদ্ধার লক্ষ্মণ—"কৃষ্ণ ভক্তি কৈ'লে সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃত হয়। বৃক্ষের মূলে জল দিলে বা জীবের পাকস্থলীতে আহার দিলে যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট হয় তদ্রূপ শ্রীহরিসেবায় সমগ্র বিশ্বের তৃপ্তি হইয়া থাকে এবং বৃক্ষমূল বা অন্য জীবের পাকস্থলী ব্যতীত অন্যত্র আহার দিলে যেরূপ তাহাদের পুষ্টি হয় না, তদ্রূপ শ্রীহরিব্যতীত অন্যপূজায় কাহারও কোন সুবিধা হয় না। এখন কথা হইতে পারে—শ্রীহরিসর্ব্বময়, সুতরাং সবই শ্রীহরি। যাহার পূজাই করি না কেন সবই শ্রীহরিপূজা। উত্তর—সবই শ্রীহরিতে থাকিলেও সবই শ্রীহরি নহে। শ্রীহরি সকলে থাকিয়াও তাহাদের সকলের সমষ্টি অপেক্ষা অনেক অধিক। এই প্রসঙ্গে শ্রীগীতার—"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেস্ববস্থিতঃ।। নচ মৎস্থানি ভুতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ"—শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য। স্থূল কথা এই যে তাঁহারা শ্রীহরিতে অনন্যভাবে শরণাগত হইয়া সমস্ত জীবন তাঁহারই সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন—তাঁহারাই শ্রীহরিকীর্ত্তনের অধিকারী। অন্ততঃ যাঁহারা এই সত্যের প্রকৃত মর্ম্ম যথার্থরূপে উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বপ্রকারে সেইরূপ করিবার যত্ন করেন এবং যতটা না পারেন তার জন্য আন্তরিক দুঃখানুভব করেন তাঁহারও আংশিক অধিকারী। আরও স্থূলভাবে ধরিতে গেলে যাঁহারা শুদ্ধ শ্রীহরিভক্তের আশ্রিত বা অনুগত বা অনুগমনেচ্ছু বা আনুকূল্যকারী—তাঁহারাও ন্যূনাধিক অধিকারী।

অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ।।

যাহার অন্তর বাহির শ্রীহরিময় হয় নাই অর্থাৎ হরি ব্যতীত ইতর বাসনাময় অর্থাৎ মায়াময় আছে, তাহার কীর্ত্তনের দ্বারা হৃদয়ের মায়িক পদার্থ শব্দের সহিত বাহির হইয়া শ্রোতৃবর্গের অন্তরের মায়িক উপাদান বৃদ্ধি করিবে মাত্র। সুতরাং যাহারা অন্তরে বাহিরে ন্যূনাধিক শ্রীহরিময় তাহাদের মুখ বা লেখনী নিঃসৃতশব্দ

সমূহের সহিত আন্তর হরিভাব সমূহ শ্রোতৃবর্গে বা পাঠকবর্গে সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের হৃদয়স্থিত মায়া বা ভ্রান্তিময় ভোগ মোক্ষাদি বাসনারূপ অমঙ্গল দূরীভূত করিয়া হৃদয় মন্দিরে শ্রীহরির আসন প্রতিষ্ঠিত করিবে। অন্যথা যাঁহাদের হৃদয়-মন্দিরে শ্রীহরির অধিষ্ঠান যতটুকু রহিয়াছে তাঁহাদের কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে কীর্ত্তনকারীর হৃদয়স্থিত শ্রীহরি, শব্দের মাধ্যমে শ্রোতৃগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে ততটুকু কৃতকৃতার্থ করিবেন। 'শৃন্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্য-শ্রবণকীর্ত্তনং হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্'। 'সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য-সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাং কথাঃ' ইত্যাদি আলোচ্য। সূক্ষ্মবুদ্ধি পাঠক মোটের উপর এই বিচার বুঝিবার যত্ন করিবেন যে, বাহ্যিক ভগবদ্বিষয়ক ভাষা বা ভাব ভগবদ্বস্তু নহে। শ্রীভগবান্ জগতের ভাব-ভাষার অতীত কোন এক অচিন্ত্য পদার্থ। সাধনা বিশেষের দ্বারা যাঁহারা তাঁহাকে লাভ করেন—তাঁহারাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায় ক্রমে শ্রীভগবানকে অন্যত্র সাধনা প্রক্রিয়া দ্বারা অর্পণ করিতে পারেন। অতএব ভক্তের কথা শ্রবণ বা প্রবন্ধ পঠন প্রয়োজন, অভক্তের বা অন্যের নহে।

শ্রীগায়ত্রী-নির্গলিতার্থম্

ভূর্দেস্তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যবিহিতং ক্ষেত্রজ্ঞসেব্যার্থকং
ভর্গো বৈ বৃষভানুজাত্মবিভবৈকারাধনা-শ্রীপুরম্।
(ভর্গো জ্যোতিরচিন্ত্যলীলনসুধৈকারাধনা-শ্রীপুরম্।)
(ভর্গো ধাম-তরঙ্গ-খেলন-সুধৈকারাধনা শ্রীপুরম্।)
(ভর্গো ধামসদা নিরস্তকুহকং প্রজ্ঞান-লীলাপুরম্।)
(দেবস্যামৃতরূপলীলরসধেরারাধধীঃ প্রেরিণঃ)
(দেবস্যামৃতরূপলীলপুরুষস্যারাধ-ধী প্রেষিণঃ)
দেবস্য দ্যুতিসুন্দরৈকপুরুষস্যারাধ্য-ধী-প্রেষিণঃ
গায়ত্রী-মুরলীষ্ট-কীর্ত্তনধনং রাধাপদং ধীমহি।।
(গায়ত্রী-গদিতং মহাপ্রভুমতং রাধাপদং ধীমহি।।)
(ধীরারাধনমেব নান্যদিতিতদ্রাধাপদং ধীমহি।)

— শ্রীল শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীগায়ত্রীর নিগূঢ়ার্থ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুল-বরেণ্য

জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখপদ্ম-বিনিঃসৃত শ্রীগায়ত্রী-ব্যাখ্যার শ্রুতিলিখন

বেদকে প্রসব করেছেন গায়ত্রী। সেই গায়ত্রী সম্বন্ধে বেদেতে দেখা যাচ্ছে— "বেদৈঃ সমস্তৈরহমেব বেদ্যো"— শ্রীগীতায় ভগবান বলেছেন সমস্ত বেদের দ্বারা আমাকে বুঝতে হবে, বেদবেদ্য পুরুষ আমিই। "ঔপনিষদং" পুরুষং পৃচ্ছামি"— উপনিষদ-প্রতিপাদ্য পুরুষ যিনি তিনি অর্থাৎ বেদে যাঁকে প্রতিপাদন করা হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি আমরা, সেই বস্তুকে লক্ষ্য করছে গায়ত্রী বেদমাতা রূপে বেদ তাৎপর্য্য যে জিনিষ, তাঁকেই নিশ্চয় লক্ষ্য করছে। সেই তথ্যই গায়ত্রীর মধ্য হতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ওঁ-কারের অর্থও তাই; গায়ত্রীর মূল হচ্ছে ওঁ-কার। তারও তাৎপর্য্য ঐদিকে যাচ্ছে, মূলতত্ত্বের দিকে। গায়ত্রীতে আছে— "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ"— যে যেখানে আছে সেইখান থেকে তাকে যাত্রা শুরু করতে হবে, সেই স্তর থেকে আরম্ভ করতে হবে। আমরা ভুলোকে বর্ত্তমান আছি, সুতরাং এই 'ভূ' এবং তাকে 'ভুব' অর্থাৎ 'ভূ' কে ধারণ করছে মানসিক অভিজ্ঞতা। তার বিভিন্ন স্তর আছে, — ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ সত্যলোক পর্য্যন্ত, এইসব লোক জড় জগৎ। জড় অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হতে হতে সত্যলোকে একেবারে অতি সূক্ষ্ম হয়েছে। এই যে ভূলোক— আমাদের এটা হচ্ছে ভোগ-জগৎ; এখানে সবাই সবাইকে ভোগ করতে চায়। অপরকে শোষণ করে নিজের সত্ত্বা রক্ষা করবার জন্য বা সত্ত্বাকে উন্নত করবার জন্য সবাই ব্যস্ত এখানে, শোষিত এবং শোষক — এই দুইয়ের অবস্থান হচ্ছে এই লোকেতে। এমন কি "জীবো জীবস্য জীবনং"— জীব খেয়ে জীব বাঁচে, জীবকে না খেয়ে জীব বাঁচতে পারে না। তাই এটি হোল ভোগভূমি। এই ভোগ কমতে কমতে সত্যলোকে গিয়ে একেবারে কমে যাচ্ছে ত্যাগের দিকে যাচ্ছে। ভোগ ত্যাগের দিকে যাচ্ছে। সত্যলোক ত্যাগ করে বিরজা এবং ব্রহ্মলোকেতে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে, সেখানে আর কোন ভোগ নাই। ত্যাগের দুটো অবস্থা, সমাধি দুই প্রকার— বৌদ্ধ সমাধি হচ্ছে বিরজা, আর শাঙ্কর সমাধি হচ্ছে ব্রহ্মলোক, ত্যাগের পরাকাষ্ঠা,— এই দুই রাজ্য বা স্তরকে ভেদ করে যেতে পারলে অধোক্ষজ রাজ্যেতে যাওয়া যায়। রামানুজ সেই ধরনের কথা বলেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে অধোক্ষজের সম্বন্ধে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে। শ্রীজীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন— "অধঃকৃতং ইন্দ্রয়জং জ্ঞানং যেন"— যার দ্বারা এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে সব সময়ই নীচে রাখা হয়েছে সেই জ্ঞানকে অধোক্ষজ বলে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ সত্যলোক এটিকে একসঙ্গে করে নিয়ে সৎ। এই সমগ্র জিনিষটি যে সবিতা অর্থাৎ প্রসবকর্ত্তা, 'সু'-ধাতু 'প্রসব' অর্থে। প্রসব করে কে? কাকে? চেতন এই জড় বস্তু বা জড় অভিজ্ঞতার জিনিষকে প্রসব করেছে। 'প্রসব' অর্থে 'প্রকাশ', 'সবিতা' অর্থাৎ প্রসবকর্তা। গীতায় আছে যেমন সূর্য্য এই বিশ্ব চরাচরকে প্রসব করেছেন, সেইরকম প্রকৃতপক্ষে আত্মাই প্রকাশ করে এই জগৎকে। আলো থাকলেই কি আর অন্ধলোক সবকিছু দর্শন করতে পারে? অর্থাৎ যার অনুভূতি নাই তার কাছে কি আলো কোন জিনিষ প্রকাশ করতে পারে? প্রকৃত প্রকাশক হচ্ছে 'আলো'। গীতায় বলেছেন— ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ— 'ক্ষেত্র' হচ্ছে এইসব জিনিষ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ পঞ্চভূত। আরো সূক্ষ্ম আমাদের যে সব বিষয় রয়েছে সেইরূপ 'ক্ষেত্র'; 'ক্ষেত্রজ্ঞ' হচ্ছেন আত্মা, তিনি 'সবিতা', তিনি প্রকাশক, আর ক্ষেত্র হচ্ছেন বিকারী। ক্ষিতি, অব, তেজ, মরুৎ, বোম— এইসব সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র **objective world** এবং **subject** বা এর অনুভব কর্ত্তা হচ্ছে 'সবিতা';— তিনি চেতন 'ক্ষেত্রজ্ঞ'। ক্ষেত্রজ্ঞকে 'সবিতা' বলা হয়েছে।

'ভুরাদেঃ সবিতুর্বরেণ্যবিহিতং ক্ষেত্রজ্ঞ সেব্যার্থকং'— লেখা আছে 'ভূঃ ভবঃ স্বঃ প্রভৃতি এই স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ এর প্রকাশক যে আত্মা বা সবিতা— তার বরেণ্য, তার ভজনীয়, তার পূজনীয়, তার সেব্য— সেই তত্ত্বকেই বলা হয়েছে। ক্ষেত্রজ্ঞের সেব্য 'ভর্গো'। সেই তত্ত্ব কি জাতীয় জিনিষ? সাধারণভাবে আমরা যা দর্শন করি, ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি এসবই ক্ষেত্র। ক্ষেত্রজ্ঞ যে আত্মা তাঁর পূজ্য ভূমিতে যদি যেতে হয়, অর্থাৎ তিনি যাকে বরণ করেন, ভজন করেন, সন্ধান করেন, পূজা করেন, সেই বস্তু; তাহলে স্বাভাবিকভাবে সেটিকে আরও উচ্চস্তরের চেতন হতে হবে! সুতরাং 'ভর্গো' বলতে সেই 'চিন্ময় ধাম', 'জ্যোতির্ময় ধাম'; 'ভর্গো' অর্থাৎ 'জ্যোতি',— 'জ্যোতি'র আলোক দিয়ে আমরা চেতন জগৎটাকে বুঝতে চাই। অতএব সেই 'ভর্গো' মানে 'চিন্ময় ধাম' সেটা কার? 'দেবস্য' অর্থাৎ 'দেবতার ভর্গো'।

'দেবতা' মানে কি? 'দিব' ধাতু হচ্ছে সৌন্দর্য্যে, 'দীব-ধাতু লীলায়, ক্রীড়ায়,— "দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী/ কিম্বা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী।।" শ্রীল কৃষ্ণদাস করিরাজ গোস্বামী প্রভু ব্যাখ্যা করেছেন 'দেবতা' অর্থাৎ যিনি সুন্দর লীলাময়। অতএব তাঁর 'ভর্গো' মানে তাঁর চিন্ময় ধাম। সেখানে কি? সেটি সেবার ভূমিকা; সেখানকার মালিক কে? অধিষ্ঠাত্রী দেবী কে? শ্রীমতী রাধারাণী। সমস্ত সেবার মূখ্য সেবা হচ্ছে সব

রসের সেবার সমাহার 'মধুর রস'-এর সেবা এবং তাতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য সবই রয়েছে; মধুর রস হচ্ছে পূর্ণ সেবার প্রতীক। সেই যে সেবাময় ধাম, তাঁর মালিক, তাঁর বৈভব এইসবই তিনি,— শ্রীমতি রাধিকা, তাঁরই সব বৈভব। সেবা-বৈভব হচ্ছেন 'ভর্গো' এবং তা 'ধীমহি', অর্থাৎ আমরা ধ্যান করি; 'ধ্যান' কি? 'ধ্যান' মানে পূজ্য বস্তুর ধ্যান; মানে সেটা অনুশীলনাত্মক। নিত্য জগতের অনুশীলনাত্মক হলেই সেটি সে পর্যায়ে গেল— "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"— তার ফল কি হবে, না তিনি আমাদের 'ধী' অর্থাৎ সেবাবৃত্তি বাড়িয়ে দেবেন। "দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন"— প্রেমময়ের সেবা হবে এবং তার ফল তিনি আরো প্রেম আমাদের বৃদ্ধি করে দেবেন এবং আরোও অধিকতররূপে সেবা করব, আবার তিনি আরো প্রেম বৃদ্ধি করে দেবেন, — এই ভাবেতে সেবা করতে পারি। সুতরাং এই Line-এ যাচ্ছে অর্থটি— "ভূরাদেঃ সবিতুর্ব্বরেণ্য-বিহিতং ক্ষেত্রজ্ঞ সেব্যার্থং"— 'ক্ষেত্রজ্ঞ' মানে 'সবিতা'— 'সবিতুর্ব্বরেণ্য' বলাতে বরেণ্য-বিহিত করা হয়েছে; এর তাৎপর্য্য কি?— তাৎপর্য্য হোলো— 'সবিতা' যে 'আত্মা-জীবাত্মা' তাঁর ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ বা 'সবিতার' সেব্যবস্তু হচ্ছে সেই 'ভর্গো'। ভর্গো কি? সে হচ্ছে 'চিন্ময় ধাম'। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি", 'ভগবানের ধাম' অর্থাৎ সেটি চিন্ময়, চেতন, জ্ঞানময় ভূমি; জ্যোতির্ময় তো বটেই জ্ঞানময় ভূমিও সেটি, কিন্তু চরমে সেটি সেবাময় ভূমি, শুধু জ্ঞানময় নয়— জ্ঞান তো ওখানে শেষ হয়ে গেল ব্রহ্ম জ্ঞানের মধ্যে; তারপর ঐদিকে সেবাযুক্ত হয়ে যে জ্ঞান সেইটি বৈকুণ্ঠে সেবাপ্রধান। প্রথম বৈকুণ্ঠ সেবা এবং উপরে গেলে প্রেম-সেবা, অনুরাগময় সেবা। 'দেবতা' বলতে 'সৌন্দর্য্য-প্রধান হওয়াতে এটি কৃষ্ণেতে যাচ্ছে, আর 'লীলা'-প্রধান অর্থাৎ 'লীলা-কল্লোল-বারিধী'। অতএব সৌন্দর্য্য বা তার রূপশ্রী, লীলা, পরিকর বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি চৌষট্টিটি গুণের মধ্যে ষাটটি নারায়ণে, চৌষট্টিটিই শ্রীকৃষ্ণে। সুতরাং সকল সৌন্দর্য্যের প্রকাশ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেতে। সুতরাং তাঁর 'ভর্গো' বলতে 'গোলক-ধাম' এবং সেখানকার সবকিছু কার? সেখানকার অধিশ্বরীর— যিনি কায়ব্যূহ বিস্তার করে সতত শ্রীগোবিন্দ-সেবা করছেন সেই স্বয়ংরূপা দেবী শ্রীমতী রাধারাণীর। তিনি সকল রসের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবিকা, সুতরাং 'ভর্গো' ধীমহি'র অর্থ সেই রাধা দাস্য, রাধা কৈঙ্কর্য্য, যিনি প্রেম-সেবাময়ী যাঁর অঙ্গজ্যোতি, অঙ্গচ্ছটা প্রকৃতি-বৈভবের অন্তর্গত, আমরা তার ধ্যান করি। তার ফলেতে দেবতা আমাদের সেবা করবার অর্থাৎ অনুরাগভরে সেবা করবার প্রবৃত্তি বাড়িয়ে দেন। "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং"— ভাগবতের ঐ দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ব্যাখ্যা হচ্ছে— "ভর্গো ধাম সদা নিরস্ত কুহকং প্রজ্ঞানলীলাপুরম"— বিজ্ঞানের উপরে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান সেইটিকে ওখানে 'প্রজ্ঞান' বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের উপরে 'প্রজ্ঞান'— সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। প্রেমময় যে জ্ঞান তাই প্রজ্ঞান -- সেই অর্থে "প্রজ্ঞান-লীলা-পুরম" বলা হয়েছে। আরো step by step

এটিকে উত্তীর্ণ করে শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে— 'ভর্গো বৈ বৃষভানু জাত্মবিভবৈকারাধনা-শ্রীপুররম্।" ভর্গো কি?— সবিতার সঙ্গে যোগ রয়েছে। রাধারাণী তিনি সূর্য্য পূজা করেন, 'ভর্গো বৈ' অর্থাৎ বৃষভানু-নন্দিনী তিনি, সুতরাং এদিকে 'ভানু' রয়েছে অর্থাৎ 'সবিতা'; তিনি আত্ম-বিভবের দ্বারাতে আরাধনার অনুপ্রেরণা দান করেন। যেমন শ্রীবিগ্রহ অর্থাৎ শোভাময়ী বিগ্রহ, সেইরূপ 'শ্রীপূরম' অর্থাৎ 'সৌন্দর্য্যের পুর' বা 'সৌন্দর্য্যময় ধাম'-স্বরূপ। 'দেবস্য দ্যুতিসুন্দরৈকপুরুষস্যারাধধী প্রেষিণঃ' — আমরা ধ্যান করি 'দেবস্য ভর্গোকে বা দেবতার 'ভর্গোকে। 'দিব' ধাতু সৌন্দর্য্যে, 'ক্রীড়ায়াং', অতএব 'দেবতা' মানে লীলাসুন্দর, দ্যুতিসুন্দর পুরুষ এবং 'দেবী' মানে দ্যুতি বা দ্যুতিময়ী— "দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী/কিম্বা কৃষ্ণপূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী।।"— সুতরাং দেবী দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী এবং কৃষ্ণের আরাধনা, ক্রীড়ার বসতি নগরী বা ধামস্বরূপ। 'দ্যুতি'র অর্থ 'জ্যোতি'— শোভার দ্বারা সুন্দর হয়েছেন যিনি, 'সুন্দরৈক' এবং যে পুরুষ তিনি হলেন আরাধ্য এবং আরাধনা করার যে বৃত্তি সেটি তিনি প্রেরণ করেন— 'প্রচোদয়াৎ।' 'ধীমহি দিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'— আমাদের 'ধী' তিনি প্রেরণ করেন। যত আমরা 'চিৎ'-অনুশীলন করব, সেই 'চিৎ'-অনুশীলনের বৃত্তি বা Tendency তিনি তত আমাদের বৃদ্ধি করে দেবেন।

"দেবস্য দ্যুতি-সুন্দরৈক-পুরুষস্যারাধধী প্রেষিণঃ। গায়ত্রী-গদিতং মহা প্রভুমতং রাধা পদং ধীমহি।।"— শেষটি "গায়ত্রী মুরলীষ্টকীর্ত্তনধনং রাধাপদং ধীমহি"— গায়ত্রী কি? 'গানাৎ ত্রায়তে'— যা গান করলে পরে আমরা ত্রান লাভ করি তাই গায়ত্রী। 'ত্রান' লাভ করার অর্থ শুধু ব্যাধি মুক্তি নয়, আমাদের জীবনের স্বাভাবিক সুস্বাস্থ্য লাভ করা অর্থাৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। অতএব প্রকৃত ত্রান লাভ বা প্রকৃত মুক্তির conception হোলো স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকৃত মুক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে— "মুক্তির্হিত্বা অন্যথা রূপম্ স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।" আর 'গানাৎ ত্রায়তে' — যে গান করলে আমরা ত্রাণ লাভ করি অর্থাৎ যা সবাইকে আকর্ষণ করে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করছে— সেই গান — কি গান? — সেটি হল মুরলীর গান; সবকিছুকে Setright করছেন, মাধুর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ করে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করছেন, যে যেখানে আছে, সবাইকে নিয়ে এসে Tune দিচ্ছেন, Hermonize করছেন, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করছেন গাঢ়ভাবে। 'গায়ত্রী' অর্থাৎ যে গানের দ্বারা ত্রাণ লাভ হয় সেটি চরমেতে দেখা যাচ্ছে 'মূরলীর ধ্বনি'। এই সমগ্র বিশ্বচরাচরের মধ্যে তিনি সেই অপ্রাকৃত মুরলীর ধ্বনি দ্বারা 'Hermony' দান করছেন বা সামঞ্জস্য বিধান করছেন। মুরলীর ধ্বনি সবকিছুকে Setright করছেন, এলোমেলো হ'তে দিচ্ছেন না। যেটুকু হচ্ছে সেটিকে তিনি আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়ে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করছেন। গায়ত্রী আর মুরলী একই তাৎপর্য্যপর। 'মুরলীষ্ট কীর্ত্তন' বা মূলীর অভীষ্ট কীর্ত্তন আর গায়ত্রীর গান একই তাৎপর্য্যপর, কেননা

উভয়ই 'ত্রান', চরমে মুক্তি দান করছে অর্থাৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের তাৎপর্য্যও তাই। কীর্ত্তনের দ্বারা তিনি আমাদিগকে স্বরূপস্থ করতে চাচ্ছেন। বিরূপ হতে উদ্ধার করে স্বরূপেতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন। 'গায়ত্রী' যে গানের দ্বারা 'ত্রান' লাভ করা যায় সেটি কি তাৎপর্য্যবিশিষ্ট?— সেটি মুরলীর ধ্বনি এবং এই মুরলী ধ্বনি ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন— ঐ সবই এক লাইনের জিনিষ। সবাই আমাদিগকে সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন। 'মুরলীষ্ট কীর্ত্তনধনং'— সেই ধনটি কি?— 'রাধাপদং ধীমহি'— 'রাধাদাস্য' অর্থাৎ শক্তিতত্ত্বের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ, সেইটি আমাদিগকে নিয়ে সেইখানে স্থিতি দিতে চাচ্ছে। সেইটিকে চরমলক্ষ্য করতে বলছে— ঐখানে চল, যিনি সর্ব্বোত্তম সেবা করছেন তাঁর পাদপদ্মে, — তোমার সকল অনুরাগ, সেবা, কর্ত্তব্যের পরিপূর্ণ সার্থকতা সেইখানে; নিজেকে নিক্ষেপ কর শ্রীরাধাদাস্যেতে, তাহলে তার মধ্য দিয়ে যে সেবা লাভ করবে সেই সেবাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে এবং তোমার স্বরূপের সার্থকতা ঐখানে। তুমি সোজাসুজি কৃষ্ণের কাছে উপনীত হলে তুমি তাঁর প্রকৃত তৃপ্তি বিধান করতে পারবে না;তুমি এমন জায়গায় তোমার আনুগত্য নিবেদন করবে যেখানে ভগবানের সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুরাগময় সেবা চলছে অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাধিক সেবা করছেন তাঁরই সহায়ক হয়ে তুমি সেখানে তোমার সকল সেবা নিবেদন কর;এতেই তুমি Best-benifited হবে। তোমার যে সেবার যোগ্যতা সেইটি তাঁর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে সদব্যবহৃত হলেই তুমি সর্ব্বাপেক্ষা লাভবান হতে পারবে। অতএব 'শ্রীরাধাদাস্য'। —এইটিই হচ্ছে মুরলী ধ্বনির তাৎপর্য্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনেরও তাৎপর্য্য, গায়ত্রীর তাৎপর্য্য, সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য ও উপনিষদেরও তাৎপর্য্য। শ্রৌত উপদেশ আমাদিগকে ঐ দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যে বৃহত্তর শক্তি, শক্তিমানের সেবা করছেন— তাই সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ;তাঁর আনুগত্যে সেখানে গিয়ে তোমার সেবা নিবেদন কর, সেখানে তোমার স্বরূপ আছে। সেইস্বরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর— এই হোলো গায়ত্রীর গূঢ়ার্থ। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর প্রায়ই এই কথা বলতেন যে 'Riligion is proper adjustment' — এটিই হলো 'Full fledged thism' — ইহাই 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্'।

গুরুপাদাশ্রয়

শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ই ভগবদ্ভক্তি সাধনের আদি দ্বার। এই জন্যই নিখিল আশ্রিত সেবককুলের গুরুদেবস্বরূপ আভিধেয়াচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুপাদ স্ব-কৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে প্রতিপাদ্য, ভক্ত্যঙ্গ লক্ষণ সমূহের বর্ণন প্রারম্ভে লিখিয়াছেন— সর্ব্বপ্রথমে "গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্।।" নিজের নিত্য চরম-কল্যাণ-কামী জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে ভগবৎপ্রকাশ সদ্গুরুর শরণাগত হইবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোন প্রকারে কাহারও উদ্ধার লাভ ঘটে না। শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া শ্রৌত বিধিমতে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত কোন প্রকারে কাহারও অনর্থ সাগর হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া শ্রৌতবিধিমতে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত জীবের তর্কপন্থায় কোন শুভগতি নাই। গুরুপাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া শ্রৌতপথ বিমুখ নাস্তিকগণ যে তর্কহত হৃদয়ে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাতে গুরুদ্রোহ ভগবৎদ্রোহ ব্যতীত গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের কোন চেষ্টা নাই। যাহারা সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে দৃঢ় সংকল্প, তাহাদের অশ্রৌত তর্কপথই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। তাহারা শ্রৌতপথের বা সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে অসমর্থ। ভগবৎসেবা বিমুখ ব্যক্তি দম্ভবশে অশ্রৌত শৌক্রবিচারাচ্ছন্ন গৃহব্রত গুরুব্রুবকে 'গুরু' বলিয়া গ্রহণপূর্বক কোটীকল্পকাল অন্ধবিশ্বাস দ্বারা চালিত হইলেও তদ্দ্বারা তাহার কোনদিনই কোন নিত্যমঙ্গল লাভ ঘটিতে পারে না। এই মহাসত্যের প্রচার ও প্রদর্শন দ্বারা লোকশিক্ষার নিমিত্ত জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে প্রপন্নজ্ঞানে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্যরূপ শরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন। যথার্থ কৃষ্ণৈকশরণ কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাযুক্ত গুরুদেবতার লঘুতা ও অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য যাঁহারা আধ্যক্ষিক তর্কপথ অলম্বন করে তাহাদের ভব নরক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার কোনদিন সম্ভাবনা নাই।

শ্রীশ্রীগুরু-তত্ত্ব

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

দীক্ষা গুরু, শিক্ষা গুরু দুহে কৃষ্ণদাস।
দুঁহে ব্রজজন, কৃষ্ণশক্তির প্রকাশ।।
গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু।
গুরু—কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, নিত্যপ্রভু।।
এই বুদ্ধি-সহ সদা গুরুভক্তি করে'।
সেই গুরুভক্তি বলে সংসারেতে তরে।।
অগ্রে গুরুপূজা, পরে শ্রীকৃষ্ণপূজন।
গুরুদেবে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সমর্পণ।।
গুরু-আজ্ঞা ল'য়ে কৃষ্ণ পূজিবে যতনে।
শ্রীগুরু স্মরিয়া কৃষ্ণ বলিবে বদনে।।
গুরুতে অবজ্ঞা যা'র তার অপরাধ।
সেই অপরাধে তা'র হয় ভক্তিবাধ।।
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবেতে সমভক্তি করি।
নামাশ্রয়ে শুদ্ধভক্ত শীঘ্র যায় তরি'।।
গুরুতে অচলা শ্রদ্ধা করে যেইজন।
শুদ্ধনাম বলে সেই পায় প্রেমধন।।

পরমারাধ্য পরমহংসকুলবরেণ্য
শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথিতে
পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজের
বক্তৃতা

আজ আমরা এখানে পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব উপলক্ষে তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করবার জন্য সমবেত হয়েছি।

তিনি যদিও সম্পর্কে আমার গুরুভ্রাতা, তথাপি, তিনি আমার সন্ন্যাসের গুরু। কাজেই অভিন্ন শ্রীগুরুদেব। তাঁর কৃপা আমি কোন দিন ভুল্‌তে পারব না। মঠ-জীবনের প্রথম থেকেই তিনি আমাকে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ করে আস্‌ছেন। যখন সর্ব্বপ্রথম আমি গৃহ পরিত্যাগ ক'রে বম্বে গিয়েছিলাম, সে সময় তাঁরই সঙ্গ লাভ করেছিলাম সেখানে। সেখান থেকেই তাঁর বিচার ধারা আমার খুবই ভাল লেগেছিল। এইজন্য আমি তাঁর কথা শুনে প্রচুর আনন্দ লাভ ক'রে থাকি এবং তিনিও আমায় প্রচুর স্নেহ করেন। তাঁর আবির্ভাব দিবসে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী আপনারা শুনেছেন, এইসব কথার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শিক্ষণীয় এবং জানবার বিষয় রয়েছে। গুরুদেবের আবির্ভাব-দিবসে শ্রীগুরুদেবের পূজার কথা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ এবং পূজা বিধানের আদেশ করেছেন। তাহা গুরুপূজা বা ব্যাসপূজা রূপেতে পরিচিত আছে। শ্রীব্যাসদেব শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, মূলগুরু। সেই ব্যাসদেবেরই কার্য্য সম্পাদন করেন শ্রীগুরুদেব। গুরুর অভিন্ন শ্রীব্যাস। সুতরাং শাস্ত্রবিচার অনুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবা করা হয়। উদ্দেশ্য— ভগবানের প্রসন্নতা বিধান। আমরা হরিভজনের কথা জানি, হরিভজন করতে হয় শাস্ত্রে শুনতে পাই, কিন্তু হরিভজনটা কি? এটা আমাদের বিশেষভাবে জানা দরকার। কি করলে হরিভজন হয়, হরির স্বরূপ এবং গুরুপাদপদ্মের স্বরূপ এবং আমার নিজের স্বরূপ, পরস্পরের ভিতরে যে কি সম্বন্ধ, ইহা বিশেষভাবে জানতে হবে। ভগবদ্ভজন মানে সেবা। সেবা শব্দের দ্বারা সেব্যবস্তুর শতকরা শতভাগ প্রীতিবিধানের কথাই বুঝায়। সেব্যবস্তু প্রসন্ন হবেন, প্রীত হবেন, তারই জন্য তাকে সেবা বলা হয় বা সেব্যবস্তু তিনিও সেইভাবেই পরিচিত।

ভগবান তিনি মূল বস্তু এবং সমস্ত বস্তুর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ। আমরা অনন্ত চেতন জীবাত্মা সব ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ভগবান প্রসন্ন হলে সকলেই প্রসন্ন হন, এইটাই আমরা বিশেষভাবে জানি। ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করবার জন্যই গুরুদেব আদেশ করেন, শিক্ষা দেন। ভগবানের প্রসন্নতা বিধান অর্থাৎ ভগবান কিসে প্রসন্ন হন এটা গুরুদেব বলে দেন। গুরুদেবের আদেশে আমরা তদনুরূপ কার্য্যের আচরণ করি বা সাধন ক'রে

থাকি। গুরুদেব ভগবানের অতি প্রিয়তম জন। সুতরাং ভগবানকে প্রসন্ন করতে হলে, গুরুদেবের প্রসন্নতার প্রতি উদাসীন হয়ে কখনও ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। ভগবান তো আনন্দময় বস্তু, সুখময় বস্তু তিনি। সেই সুখ এখানকার মত সীমিত বা সীমাবিশিষ্ট নয়। তিনি নিজে অনন্ত আনন্দের আধার। অনন্ত আনন্দের আকর বস্তু তিনি। অভাবগ্রস্ত হলে আনন্দ দান করে তাঁর অভাব মেটান চলে। কিন্তু পূর্ণানন্দময় বস্তু তিনি। সবসময় নিজের আনন্দে নিজে বিভোর। তাঁকে আমরা কি আনন্দ দান করতে পারি? আমাদের কি যোগ্যতা আছে? স্বরূপতঃ আমরা যে বস্তু তাতে আমাদের কতটুকু যোগ্যতা আছে ভগবানকে আনন্দ দান করবার? কিন্তু সেই ভগবান পূর্ণ অফুরন্ত আনন্দময় বস্তুর আধার হলেও একজন আছেন যিনি তাঁকে প্রচুর আনন্দ দান করতে পারেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব। তাঁর অতিপ্রিয়তম জন। সুতরাং তাঁকে সুখ দান, আনন্দ দান করতে তিনি পারেন। কাজেই যদি ভগবৎপ্রীতি বিধানের চেষ্টা আমাদের ভিতরে থাকে, সেই চেষ্টা যদি গুরুপাদপদ্মের মাধ্যমে মিলিত হয় তা হলে পরেই সুষ্ঠু ভাবেতে ভগবানের প্রীতিবিধান করা যেতে পারে, নতুবা গুরুপাদপদ্মের সেবায় উদাসীন হয়ে ভগবৎপ্রীতি বিধান করা কখনও যাবে না? হরিভজন মানে হরিসেবা হরির সুখবিধান। সেই হরির সুখ বিধান গুরুদেবের সুখবিধানের মধ্যেই রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, গুরুদেবতাত্ম হয়ে ভগবানের ভজন করতে হবে। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ, ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োহ স্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।" আমরা ভগবান থেকে দূরে সরে পড়েছি। আমাদের অসুবিধা এসে গেছে। আমরা স্বরূপতঃ যে বস্তু, সে জ্ঞান থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি। সুতরাং আমাদিগাকে আবার সেই জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সেটা হতে হলে পরে সেটা আমাদের নিজের চেষ্টার দ্বারা সম্ভবপর হবে না কখনও। ঐ শ্লোকে বলছেন যে, ভগবানকে সম্যকরূপে ভজন করবে। সম্যকরূপে তাঁর প্রীতিবিধান করবে। ভজন মানেই প্রীতিবিধান — সুখ বিধান— সেবা। সেবা শব্দের অর্থ সেব্যবস্তুর প্রীতিবিধান। 'আভজেৎ তং' তাঁকে সম্যক ভজনা করবে। কিসের দ্বারা? একয়া ভক্ত্যা— ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারা। শুদ্ধাভক্তি দ্বারা। কিভাবে সেটা সম্ভবপর হয়? গুরুদেবতাত্ম হলে। গুরুই হচ্ছে দেব— আরাধ্যবস্তু এবং আত্মা অতি প্রিয়তমজন। এই বিচারে যিনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন তিনিই ভগবানের সম্যক প্রীতিবিধান করতে পারেন। বিভিন্নাংশ জীবের পক্ষে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের সঙ্গে আদান প্রদানের কোন ব্যবস্থা নাই। সেইটি গুরুপাদপদ্মের মাধ্যমে হবে। যাঁরা ভজনরাজ্যে প্রবেশ করেছেন বা ভজন রাজ্যের সন্ধান জানেন, তাঁরা বলবেন ভগবানের সেবার অর্থ গুরুসেবা— গুরুদেবের প্রীতি-বিধান। গুরুদেব প্রসন্ন হলে পরে ভগবান প্রসন্ন হন, এটা যিনি বুঝেছেন নিশ্চিতরূপে, তিনি ভগবানের সম্যক ভজন করতে পারবেন। এ ছাড়া অন্য উপায়েতে হবার কোন পন্থা নাই। শাস্ত্র যে কথা বলেন তার প্রকৃত তাৎপর্য্য বা গূঢ়ত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাধ্যমেই আসে। শাস্ত্রের প্রকৃত গূঢ়মর্ম্ম আমরা গুরুমুখ হতে সুষ্ঠু শ্রবণের

দ্বারাই জানতে পারি। নতুবা শাস্ত্রে যে সমস্ত কথা বলেছেন, অন্য কোন উপায়েতে সে সমস্ত কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করতে পারা যায় না। সুতরাং শাস্ত্রে যে হরিভজন করার কথা বলেছেন, তার মূল হল গুরুদেবের প্রীতিবিধান। তিনি আমার নিত্য আরাধ্যবস্তু, নিত্যসেব্য এবং ভগবানের অতিপ্রিয়তম জন। তিনি প্রসন্ন হলে ভগবান প্রসন্ন হন— এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর সুখ-বিধানের চেষ্টা। গুরুপাদপদ্ম লাভ হলে সব লাভ হবে। আসলে অন্য কোন চেষ্টারই প্রয়োজন হবে না। যেখানে গুরুদেব আছেন সেখানে সব আছেন। ভগবান, ভগবানের পরিকর-বৈশিষ্ট্য সব আছেন। কাজেই যাঁর পাদপদ্ম লাভ হলে পরে সমস্তই জীবের করতলগত হয়ে যায়, এই প্রকার কৌশল পরিত্যাগ করে স্বতন্ত্রভাবে ভজন-চেষ্টা প্রদর্শন করা হচ্ছে, অত্যন্ত মূর্খতার পরিচয়। কাজেই আমাদের পরিস্থিতিটা হচ্ছে এই প্রকার। গুরুদেবের সঙ্গে আমাদের নিত্য-সম্বন্ধ। সুতরাং সেই ক্ষেত্রেতে যাঁরা ঐকান্তিক ভাবেতে হরিভজনের চেষ্টাবিশিষ্ট, তাঁরাই গুরুগত প্রাণ হয়ে গুরুদেবের প্রীতিবিধানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। "নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাই পদ সদা কর আশ।" গুরু নিত্যানন্দ নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, তাঁর সম্বন্ধ নিত্য। কাজেই সেই নিত্য সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর সুখ-বিধানের চেষ্টা— তাঁর প্রীতি বিধানের চেষ্টা; তার মানে তিনি যেটা চান, সেইটা করা। আমার খেয়াল চরিতার্থ নয়। বাহ্য জগতের বিচারে আমি গুরুসেবা করছি, তাতে গুরুদেব প্রসন্ন হচ্ছেন কিনা— এটা কে বলে দেবে আমাকে? কাজেই গুরুদেব যেটা চান অবিচারিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ সেইটা করাই হোল গুরুসেবা বা সেইটাই হরিভজন। নতুবা আমরা বাহিরে গুরুসেবার চেষ্টা দেখালেও তিনি তাতে প্রসন্ন হচ্ছেন কিনা জানা দরকার।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মের সুকৃতির ফলে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আসবার সুযোগ পেয়েছি। প্রভুপাদ যে সমস্ত কথা বলে গেছেন যে হরিকথার বন্যা প্রবাহ তিনি এনেছিলেন সেই হরিকথার প্রকৃত মর্ম্ম কে গ্রহণ করতে সমর্থ হবে? গুরুদেবের বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য কার নিকটে প্রকাশিত হবে? নিষ্কপট বৈষ্ণব ব্যতীত সেই বস্তুর প্রকাশ সম্ভব নয়।

বর্দ্ধমান মঠে আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীনারায়ণ মুখার্জ্জী এক সময় গিয়ে ২/৩ দিন ছিলেন। সেই সময় কথা প্রসঙ্গে আমাকে একদিন বললেন, হরিকথা যদি শুনতে হয় তাহলে শ্রীধর মহারাজের কাছে শুনতে হবে। প্রভুপাদের কথা জানবার আর দ্বিতীয় স্থান নাই। আমার খুব আনন্দ হোল। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম। (বলিনি কিছু ওঁদিকে) যে, তা হলে পরে এতদিনে নিশ্চয়ই তিনি মহারাজের হরিকথা কিছু শুনেছেন। শুনেছেন বলেই এতবড় কথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারলেন। মহারাজ কলকাতায় মাধব মহারাজের মঠে ছিলেন কয়েকদিন। আমার মনে হয় সেই সময়েতে এটেন্ট্‌টেভ্‌লি শুনেছেন। এই জন্য এতদিন পরে তিনি এই কথা বলছেন— যে হরিকথা শুনতে হলে পরে, প্রভুপাদের কথা শুনতে হলে পরে, মহারাজের কাছে শুনতে হবে। তার মানে প্রভুপাদের কথা মহারাজের

মধ্যে যেভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে তেমনটি অন্য কোথাও নয়। এবং আমি আরও শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের মুখে, তথা পরমহংস মহারাজের মুখে শুনেছি, অনেকবার বলেছেন তাঁরা আমাকে, (তখন মহারাজ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন) বলছিলেন একদিন যে— আমাদের হরিকথা শুনবার একটিই মাত্র স্থান আছে, সেটি হল শ্রীধর মহারাজের নিকট। অর্থাৎ যদি তিনি এখন অপ্রকট হন, আমাদের হরিকথা শুনবার স্থানটি যাবে। যারা সত্যি সত্যি নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেছেন, শ্রীল মহারাজের কথা ২/৪টি যাঁদের কানে প্রবেশ করেছে, তাঁরাই জানেন যে শ্রীধর মহারাজের মুখে শ্রীল প্রভুপাদের কথাটা যে প্রকার নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হয়, এরকম অন্য কোথাও নাই। কেন না তিনি যে রকম ভাবেতে গুরুদেবতাত্ম হয়ে ভজন করছেন, সেই প্রকার দৃষ্টান্ত জগতে দুর্ল্লভ। তা ছাড়া আরও প্রকৃষ্ট প্রমাণ রূপে আমরা পেয়েছি, যে, প্রভুপাদ অপ্রকটের পূর্ব্বে তাঁকে রূপানুগধারায় স্বীকার করে গেছেন— রূপানুগ ধারাতে তাঁকে পরবর্ত্তী আচার্য্যরূপে স্বীকার করে গেছেন— তাঁর অপ্রকটের পূর্ব্বের বাণীতে এটা আমরা জানতে পারি, "শ্রীরূপমঞ্জরী পদ' গান, বিশেষ করে তাঁকে দিয়ে কীর্ত্তন শোনার অভিপ্রায়েতে। মহারাজ ঐ 'শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন পূজন।' গৌড়ীয়ের সর্ব্বস্বধন এই পদটী কীর্ত্তন করেছিলেন। সুতরাং তদ্দারা তিনি তাঁকে যে রূপানুগধারার আচার্য্য বলে স্বীকার করেছেন, এতে আর কোন কিন্তু নাই। রূপানুগধারার বিচার-বৈশিষ্ট্য যে উনি ধরতে পেরেছেন— বা ওঁর হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত— সম্যকরূপে প্রকাশিত হয়েছে, এইটাই তিনি অপ্রকটের পূর্ব্বে জানিয়ে গিয়েছেন। কাজেই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী মহারাজের মুখে শুনে সত্যি সত্যি অনুভব করি যে শ্রীল প্রভুপাদ যে হরিকথা কীর্ত্তন করতেন হুবহু সেই বাণীই আজ শ্রীল মহারাজের শ্রীমুখে কীর্ত্তিত হচ্ছে। ঐকান্তিকভাবে শ্রীগুরুদেবেতে তিনি আত্মনিবেদন করে দিয়েছেন বলেই তাঁর কৃপা সম্যকরূপে উনি লাভ করতে পেরেছেন।

ঐ প্রকার গুরুদেবতাত্ম হয়ে যিনি ভগবদ্ভজন করেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে জগতে গুরুত্ব লাভ করবার— আচার্য্যত্ব লাভ করবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। সুতরাং আজ তাঁরই আবির্ভাব দিবসেতে (তাঁর স্বাভাবিক স্নেহ আমার প্রতি আছে তথাপি আমি) এই প্রার্থনা জানাচ্ছি তাঁর পাদপদ্মেতে, যে, তিনি আমায় কৃপা করুন যেন শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মেতে আমার দৃঢ়শ্রদ্ধা হয় এবং দিন দিন যেন সেই শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়, যাতে আমি জন্ম জন্ম ধরে তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকতে পারি।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব উপলক্ষে

মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সৌরীন্দ্রনাথ ভক্তিবারিধি, ভক্তিশাস্ত্রী

এম-এ, বি-এল, এ্যাড্‌ভোকেট।

[পরমপূজনীয় শ্রীপাদ ভক্তিবারিধি প্রভু প্রকটকালে প্রতিবৎসরই আমাদের শ্রীশ্রীগুরুপূজা-দিবসে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে শ্রীশ্রীগুর্ব্বারাধনায় পরমোৎসাহ প্রদান করিয়া ধন্য করিতেন ও নিজেও খুবই প্রীত হইতেন। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন বিগ্রহরূপেই দর্শন করিতেন। তাই আজ তাঁহার অপ্রকটেও তাঁহার প্রীতি ও নিত্য সঙ্গলাভের আশায় নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লোকাতীত ধাম হইতে আমাদিগকে এই কৃপা করুন যেন আমরা শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানুগত্যে শ্রীশ্রীগুরু-পূজার উপযুক্ত যোগ্যতা হইতে কখন বঞ্চিত না হই।]

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় শ্রীভগবান, অজ হইয়াও জন্মলীলা প্রকাশ করেন— মুলতঃ স্বীয় ভক্তগণকে সুখ দিতে— আনুসঙ্গিকভাবে দুষ্কৃত জনগণকে তাহাদের মূঢ়তা ধ্বংস করিয়া কল্যাণের পথ দেখাইতে। শ্রীভগবদভিন্নবিগ্রহ বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানেরই করুণাশক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহ। জীব যখন মায়াবদ্ধ হইয়া সংসারে ত্রিতাপ-তাপে দগ্ধীভুত হইতে থাকে এবং অনন্ত জন্ম-মরণ মালার নাগরদোলায় চালিত হইয়া কখনও স্বর্গে কখনও নরকে পতিত হইয়া সুখানুসন্ধানে কেবল দুঃখকেই আবাহন করে, ও আকণ্ঠ বিষপানে দেহ-মন-প্রাণে জর্জ্জরিত থাকিয়া নিজ প্রকৃত কল্যাণের পথ খুঁজিয়া পায় না— তৎকালে পরদুঃখদুঃখী জীবকল্যাণকামী পরম করুণাময় বৈষ্ণবগণ নিজ করুণা-স্বরূপ-দ্বারা চালিত হইয়া মোহমুগ্ধ জীবকে অকুণ্ঠ প্রীতিবশে বৈকুণ্ঠ কথা শ্রবণ করাইবার জন্য ইহ-জগতে আবির্ভুত হয়েন। তৎকালে কৃষ্ণকথারূপ অমৃতধারায় বিষদগ্ধ জীব স্নাত হইয়া নিজ স্বরূপ উপলব্ধিতে আত্মকল্যাণ ও জীব কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেও বৈষ্ণব সংজ্ঞায় সজ্জিত হয়েন। ত্রিতাপ তখন শিশিরবিন্দুর ন্যায় কৃষ্ণ-সূর্য্য উদয়ে আপনা হইতেই নিঃশেষিত, এবং অন্তর সর্ব্বক্ষণ অমৃতধারা-প্রবাহে উদ্বেলিত ও জগতের প্রত্যেকটি জীব এমন কি প্রতিটি অনুপরমাণুও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-দর্শনে পরম প্রীতির সহিত প্রত্যেকের পরম কল্যাণ সাধনে ব্যস্ত হয়েন। তখনই তাঁহার মুখে "ওঁ শান্তি, আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্তং শান্তিং লভেয়ু— ওঁ শান্তিরেব শান্তিঃ" এই অমৃতময় বাণী স্থান লাভ করে এবং উন্নততম অবস্থায় 'ওঁ অমৃতরূপা চ' ভাবে কৃষ্ণপ্রেম মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভাগবত-জীবন লাভে পরম পরিতৃপ্ত হয়েন। তৎকালে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া—

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।"

"প্রেমের স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়।।" (চৈঃ চরিতামৃত)

এইরূপে নিজে নাচিয়া জগৎকে নাম-প্রেম-দানে নাচাইয়া থাকেন। এ হেন কৃপা, করুণাময় বৈষ্ণবগণই করিয়া থাকেন এবং এ হেন কৃপা, মাত্র শ্রদ্ধামূল্যে জীব পাইবার অধিকারী হয়। তজ্জন্যই বৈষ্ণব-আবির্ভাব-তিথি জগতে পরম পবিত্রতাময়— অমৃতময়, ইহা সর্ব্ব জীবের ও জগতের আরাধ্যা তিথি। সেই সর্ব্বারাধ্যা তিথিগণের অন্যতম— বর্ত্তমানবর্ষের কার্ত্তিকী শ্রীকৃষ্ণ নবমী তিথি। এই তিথিকেই স্বীকার করিয়া পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর অবতার শ্রীশ্রীবীরচন্দ্রপ্রভু ইহ-জগতে জন্মলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন এবং অসীম কৃপাভরে বৈষ্ণব-জগৎকে পালন করিয়াছেন। এই তিথিকেই স্বীকার করিয়া তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর মূর্ত্ত প্রকাশ শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ইহ-জগতে উদিত হইয়া শুদ্ধাভক্তি রক্ষাকার্য্যে আত্মনিয়োগসূত্রে ভক্তিরক্ষক উপাধিভূষণে বিভুষিত হইয়া অপরাধ-ভঞ্জনের পাঠ শ্রীধাম কুলিয়া নবদ্বীপে অভিন্ন গোবর্দ্ধন কোলেরগঞ্জে স্বীয় ভজনলীলা প্রকাশে দীনার্ত্ত জনগণকে সতত শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী-অমিয়-সুধারস সিঞ্চিত করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন।

মহাপুরুষ জ্ঞাত হইবার প্রধানতঃ ২টি লক্ষণ রায় রামানন্দের বাণীতে জানিতে পারি 'আকৃত্যে প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ'; আকৃতিতে মহাপুরুষের সর্ব্বসুলক্ষণ আমরা ইহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারি এবং বৈষ্ণবের সর্ব্বগুণও ইহাতে বর্ত্তমান যথা—

কৃপালু, আকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।।
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ।।
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।

মহাপুরষ নির্ণয়ে আমাদের অক্ষজ দর্শন হইতেও শ্রেষ্ঠ পথ হইতেছে, যদি নিত্যধামগামী মহাপুরুষ আমাদের দিশা দেখাইয়া দেন। আমরা এইরূপ জ্ঞাত আছি যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার কালে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ যিনি বর্ত্তমানে শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ নামে পরিচিত— তিনি তাঁহার সতীর্থগণের মধ্য হইতে কোন সুকণ্ঠ গায়ককে

উপস্থিত করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন আরম্ভ করান কিন্তু প্রভুপাদ উক্ত কীর্ত্তন শুনিতে অস্বীকার করিয়া তৎকালে সুর-তাল-মান-লয় প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশকারী শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজকে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে আদেশ করেন এবং তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন শুনিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। যাঁহাদের অন্তর দিয়া দেখিবার সৌভাগ্য আছে, তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম সম্যক অনুধাবন করিতে পারেন এবং বৈষ্ণব চিনিবার সৌভাগ্য বরণ করিতে পারেন।

এই মহাপুরুষের চরিত্র অনুশীলন করিলে ইহাও আমাদিগের অনুধাবনীয় হইবে যে, ইনি তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তনপর হইলেও যেখানে শুদ্ধাভক্তিসিদ্ধান্তের প্রতিকূল বিচার বা অকৃত্রিম সেবা-প্রতিকূল বিচার, তথায় বজ্রাদপি কঠোর। প্রকৃত বিচারে ইনি 'ভুরিদা'। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভুরিদা বিচারে রহিয়াছে—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।

পরম আগ্রহে আবেগময়ী ভাষায় ইহার কৃষ্ণকীর্ত্তন যাহারই শ্রবণ গোচর হইতেছে তিনিই মুগ্ধ এবং ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। অপর পক্ষে ইহার সংস্রবে আসিলেই অন্তরে এক অভুতপূর্ব্ব আনন্দের উপলব্ধি হয়।

চৈতন্যের প্রিয়তম জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সেই মানে পাইনু চৈতন্য।।

এই মহাপুরুষের সঙ্গ পাইলেই আমাদেরও মনে হয় যেন—

প্রভুপাদ প্রিয়তম পণ্ডিত শ্রীধর।
যারে মিলে সেই মানে পাইনু প্রভুবর।।

সত্য সত্যই ইহার সিদ্ধান্তপূর্ণ ভক্তিপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিলে মনে হয় যেন, শ্রীল প্রভুপাদ ইহারই হৃদয়ে স্থিত হইয়া স্বীয় বীর্য্যবতী ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রচার করিতেছেন এবং সেই বাণী কীর্ত্তনকারী— গোপন করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবাবলীতে দেহ-মন-প্রাণ আপ্লুত হইতেছেন এবং শ্রবণকারীর সর্ব্বেন্দ্রিয়কে সবলে কোন এক অপ্রাকৃত আনন্দময় রাজ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। এই মহাপুরুষের চরিত্রগত মহানুভবনীয়তার কথা আমরা বারান্তরে আলোচনা করিবার আশা পোষণ করি। আপাততঃ এই পরম পবিত্র বৈষ্ণব চরিত্র আলোচনামূলে সর্ব্ব সুধীজনগণকে কাকুতি পূর্ব্বক আহ্বান জানাইতেছি— হে সুধীবর্গ আপনারা ক্ষণেকের জন্য নিরপেক্ষ হইয়া এই জগৎবরেণ্য মহাপুরুষের পাদপদ্মে নত হউন এবং তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হউন। তৎসঙ্গে আশীর্ব্বাদ করুন এই মহান্তের আনুগত্যে শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের পাদপদ্মে আমার অকৃত্রিম সেবা-চেষ্টা বৃদ্ধি হউক। সর্ব্ব বৈষ্ণবের সর্ব্ব সুধীবর্গের শ্রীপাদপদ্মে আমার ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

গুরু কৃষ্ণ-রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে।।

শ্রীগুরুতত্ত্বের অসমোর্দ্ধ মহিমালোক

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীগুরুদেব আমাদের পরমারাধ্যতম বস্তু। কি প্রকার? শ্রীভগবান যেরূপ আমাদের নিত্যারাধ্য প্রাণস্বরূপ, শ্রীগুরুদেব ঠিক্ সেইরূপ নন—তদপেক্ষা অধিক। যেহেতু শ্রীগুরুদেবের অত্যন্ত নিকটতম ও প্রিয়তম আরাধ্যতত্ত্ব শ্রীভগবান, কিন্তু জীবের সহিত ভগবানের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার সেবা। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার — জীবের প্রাপ্তি নয় কিন্তু শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে শ্রীভগবৎ-সেবাই জীবের একমাত্র স্বরূপ-সম্পদ।

জীব, গুরুদেব ও ভগবান এই তিন তত্ত্বের সম্বন্ধ-বিচারে একটি বড় সুন্দর উপমা দিয়াছেন—মহাজনগণ।

"নারায়ণোঽপি বিকৃতিং যাতি গুরোঃ প্রচ্যুতস্য দুর্ব্বুদ্ধেঃ।
কমলস্য জলাদপৈতি রবিঃ শুষ্যতি নাশয়তি চ।।"

বলিতেছেন,—জীব হইল পদ্ম স্বরূপ, ভগবান—সূর্য্য স্বরূপ, আর গুরুদেব হইলেন জলের ন্যায়। যে প্রকার, পদ্ম জলের আশ্রয়ে থাকিলে যে সূর্য্য-কিরণ তাহাকে প্রফুল্লিত ও বিকশিত করিয়া তোলে সেই সূর্য্য-কিরণই আবার সেই পদ্মকে জলাশয়-চ্যুত হইলে দগ্ধ, সন্তাপিত ও শুষ্ক করিয়া দেয়; সেই প্রকার শ্রীগুর্ব্বাশ্রিত জনেরই ভগবৎসম্বন্ধ পরম মঙ্গলের কারণ হইলেও শ্রীগুর্ব্ববজ্ঞাকারী বা গুর্ব্বাশ্রয়চ্যুত জীবকে ভগবৎকৃপাদৃষ্টি হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হয়। এই জন্য শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে মূল-আশ্রয়-বিগ্রহ বলা হইয়াছে। সেই আশ্রয়-নির্ভরতা যাঁহার যতটুকু তিনি তত বড় আশ্রিত বা ভগবদ্ভক্তির অধিকারী।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।"

বস্তুতঃ পক্ষে শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ে বিষয় অপেক্ষা আশ্রয়ের প্রাধান্য ও মাহাত্ম্যের যে প্রকার প্রগাঢ় অভিব্যক্তি, এমনটি আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর—

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতি গমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈ ব্রজে ন চ বরোরু বকারিণাপি।।

এই শ্লোকে ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ের—

শ্রীরূপ-মঞ্জরী-পদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন।।

এই কীর্ত্তন-গানে যে বিপ্লবী বিচারের সাক্ষাৎকার আমরা পাই, পরবর্ত্তিকালের আচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের তথা মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পর্য্যন্ত তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ, প্রকৃত গুর্ব্বাশ্রিতজনের স্বতঃই হৃদয়োল্লাস বর্দ্ধন করে। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অনুভাষ্য-শেষে শ্রীগুরুদেবের প্রতি যে চরম ঐকান্তিকতার অভিব্যক্তি, তাহারই বা তুলনা কোথায়? তিনি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন—

তাঁহার ভজন কথা মাধব-ভজন-প্রথা
তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
তাঁর সম অন্য কেহ ধরিয়া এ নরদেহ
নাহি দিল কৃষ্ণপ্রেম ধনে।।

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু যেমন তাঁহার ঈশ্বরীর প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠায় বলিতেছেন,— হে ঈশ্বরী! তোমার কৃপালাভের আশাতেই এখনো পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। বস্তুতঃ তোমার কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণ-কৃপাতেও আমার রুচি নাই। তুমি ছাড়া গোবিন্দের যে প্রকাশ, তাহা আমার কাছে নিতান্তই 'বকারি' ছাড়া আর কিছু নয়।

এখানে মূল আশ্রয়-বিগ্রহের যে মাহাত্ম্য খ্যাপিত হইয়াছে, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পদ্যটীতেও ঠিক্ ঐ সুরই যেন অন্যরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। মূল আশ্রয়-বিগ্রহের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা যেন তাঁহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাই তিনি তখন তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাহিরে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন

না—এমনকি স্ব-সম্প্রদায়ের ঊর্দ্ধতন আচার্য্যগণকেও নয়—একমাত্র তাঁহার আশ্রয়-বিগ্রহ ছাড়া; এমনি প্রগাঢ় তাঁহার আশ্রয়-নিষ্ঠা এবং সেইজন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

তাঁর সম অন্য কেহ ধরিয়া এ নরদেহ
নাহি দিল কৃষ্ণপ্রেম-ধনে।

আমাদের শ্রীগুপাদপদ্মের শ্রীমুখে ইহাও শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার কোন সেবককে হরিকথা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, —একমাত্র শ্রীবৃষভানুনন্দিনী অষ্টকাল শ্রীকৃষ্ণসেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করেন, আর আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম করেন, আর কে করেন বা না করেন তা আমি জানি না বা আমার জানিবার প্রয়োজনও নাই। —ইহাই হইল মূল-আশ্রয়-নিষ্ঠার চরম দৃষ্টান্ত।

আশ্রয়-তত্ত্বের পূর্ণপ্রকাশ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি নিষ্ঠা জীবকে যে কতদূর সম্পত্তিশালী করিয়া তোলে তাহা মুক্তগণেরও ধারণাতীত। 'সর্ব্বসিদ্ধি করতলে' বা 'মুক্তির দাসীত্ব প্রাপ্তি' তো অনেক ছোট কথা। শ্রীরূপ-সনাতনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু জানাইয়াছেন—

গোবিন্দাভিধমিন্দিরাশ্রিতপদং হস্তস্থরত্নাদিবৎ
তত্ত্বং তত্ত্ববিদুত্তমৌ ক্ষিতিতলে যৌ দর্শয়াঞ্চক্রতু।

এখানে স্বয়ং ভগবান গোবিন্দ নামক ভজনীয় তত্ত্বকেও 'হস্তস্থ রত্নাদিবৎ' যথেচ্ছভাবে প্রদর্শনের যে সামর্থ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও শ্রীরূপানুগত্যে সম্ভব। এই জন্যই স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক আচার্য্যরূপী ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত জনগণ প্রভুর একান্তপ্রিয় শ্রীরূপের অনুগত পরিচয়েই সদাসমৃদ্ধ— শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায় বলিয়া নহে। এতপ্রগাঢ় আশ্রয়-নিষ্ঠা আর কি কোথাও আছে? বস্তুতঃপক্ষে যেখানে আশ্রয়-বিগ্রহের বিজয় ঘোষিত হয় নাই, সেখানে ভগবত্ত্বারও কোন সত্তা শ্রীরূপানুগগণ স্বীকার করেন না। তাঁহার বলেন—

"রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা। কৃষ্ণ-ভজন তব অকারণে গেলা।।
আতপ রহিত সূরজ নাহি জানি। রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি।।

যাঁহার অহৈতুকী করুণায় এই প্রকার শ্রীগুরুতত্ত্বের অসমোর্দ্ধ মহিমালোক আজিও এই প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইয়া অজ্ঞানান্ধ জনগণকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছেন,

আমি আমার সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া সকাতরে এই প্রার্থনা জানাইতেছি, —হে শ্রীগুদেব! আপনার ঐ প্রকার অপ্রাকৃত মহিমালোকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার অধিকারও আমার নাই—এমনই দুর্ভাগা ও নিঘৃণ্য আমি। অতএব হে পতিতপাবন! আপনি এই দীনকে অমায়ায় এই কৃপা করুন—কোনও জন্মে যেন সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্ম-ধূলিরূপে সেবায় নৈরন্তর্য্য লাভ করিতে পারি।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল ভং
প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।।

(ভাঃ ১১।২০।১৭)

যিনি সর্ব্বফলমূলীভূত, সুদুর্লভ, পটুতর, গুরুরূপকর্ণধারযুক্ত এবং মৎস্বরূপ অনুকূলবায়ু-পরিচালিত এই মনুষ্য-দেহরূপ নৌকা ভাগ্যক্রমে সুলভে প্রাপ্ত হইয়াও সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন না, তিনি বস্তুতঃই আত্মঘাতী।

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজং উরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটিম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোহস্মি।।

(শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী)

শাস্ত্রোক্ত শ্রীগুরু-মাহাত্ম্য

শ্রীমদ্ভাবগত — **আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।**

ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবোময়োগুরুঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ— উদ্ধবকে শ্রীভগবান বলিলেন, —শ্রীগুরুকে আমারই স্বরূপ অর্থাৎ আমারই প্রকাশ বা স্বয়ং আমি বলিয়াই জানিবে। কদাচ গুরুকে অবজ্ঞা বা তাঁহার অবমাননা করিবে না, বা মনুষ্যজ্ঞানে তৎপ্রতি অসূয়া অর্থাৎ দ্বেষ প্রকাশ বা তাঁহার নিন্দা করিও না। শ্রীগুরুদেব হইতেছেন সর্ব্বদেবময়।

"ভাগবতধর্মাচরণকারী 'গুরুদেবাত্মা' বা 'গুর্বাত্মদৈবত' হইয়া ভগবদ্ভজন করিবে।"

শ্রীনারদোক্তি — **যত্র যত্র গুরুং পশ্যেত্তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।**

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ যেখানে যেখানে গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে সেই স্থানে ছিন্নমূল তরু ন্যায় ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইবে।

পদ্মপুরাণ — **'গুরোঃ পাদোদকং পুত্র তীর্থকোটি-ফলপ্রদম্।'**

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পুত্র! শ্রীগুরুদেবের পাদোদক কোটিতীর্থের ফল প্রদান করে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বিষ্ণুস্মৃতি—

ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতো পীড়িতোঽপি বা।
নাবমন্যেত তদ্বাকং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ।।
আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিম্।।

বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রীগুরুদেব তাড়ন বা পীড়ন করিলেও তাঁহার বাক্যে অনাদর করিবে না এবং তাঁহার অপ্রিয়াচারণও করিবে না। যিনি কায়-মনো-বাক্যে ধন ও প্রান দ্বারা শ্রীগুরুর প্রিয় কার্য্য করেন, তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন।

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চনঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ।।

অনুবাদ ঃ হরি রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিয়া থাকেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। অতএব সম্যকরূপে যত্ন করিয়া গুরুদেবকেই প্রসন্ন করিবে।

"আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া"

শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা অবিচারিত চিত্তে যত্নপূর্বক প্রতিপালন করিবে।

শ্রীগুরুভক্তি

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই গুরুভক্তির কথা স্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ বলেন— সেই 'শাস্ত্র'—শাস্ত্র নহে, যাহাতে ভগবৎভক্তি নাই এবং সেই ভগবদ্ভক্তি—ভক্তি শব্দবাচ্য নহে যদি তাহা গুর্ব্বানুগত্যময় না হয়।

উপনিষদে গুরুর লক্ষণ এরূপ বলেছেন, যথা—

"শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"।।

মুণ্ডক ১/২/১২

শ্রীমদ্ভাগবতে গুরুর লক্ষণ এরূপ বর্ণন করেছেন যথা—শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মন্যুপসমাশ্রয়ম্।

অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র—সিদ্ধান্তে নিপুণ ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ ভগবৎতত্ত্বজ্ঞ, তিনিই প্রকৃত গুরু।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্ গৌরসুন্দরের উপদেশ বাক্যে ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীতেও গুরুর লক্ষণ এরূপ বর্ণিত আছে যথা—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।।

চৈঃ চঃ ২/৮/১২৭

আপনে আচরি কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করেন আচার।।
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য।।

(চৈঃ চঃ ৩/৪/১০২—১০৩)

উপরিলিখিত লক্ষণ যুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিলে অধোক্ষজ শ্রীভগবান, ভক্তের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। যেমন জহুরীর সাহায্য ব্যতীত জহরতের পরিচয় পাওয়া যায় না এবং প্রকৃত জহরৎ গ্রহণ করিতে হইলে প্রকৃত জহুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং উপযুক্ত মূল্যাদির দ্বারা তাহা যেমন লাভ হয়, তদ্রূপ যদি কোন ব্যক্তির ভগবৎভক্তি লাভ করিবার পিপাসা হৃদয়ে থাকে তবে

তিনি শাস্ত্রীয় লক্ষ্মণযুক্ত প্রকৃত সদ্‌গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয় গ্রহণ করিবেন এবং নিষ্কপট গুরু-সেবাবৃত্তিরূপ মূল্যের দ্বারা ভগবৎ ভক্তি লাভ করিবেন।

সাধারণতঃ দুই প্রকারের ব্যক্তিগণ প্রকৃত গুরুভক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারেন না; প্রথম প্রকার ব্যক্তিগণ অনভিজ্ঞতা বশতঃ প্রকৃত সদ্‌গুরুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে অসমর্থতাহেতু বঞ্চিত হন; দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিগণ অর্থাৎ তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে সৌভাগ্যক্রমে সদগুরু সেবাসুযোগ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি বশতঃ অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেবকে দেখাইয়া নিজসেবার উপায়ন ও জড়ীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তত্ত্ববস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

অতএব যাঁহারা প্রকৃত গুরুভক্তি পরায়ণ বা যাঁহারা গুরুভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা তথাকথিত গুরুসেবা বা প্রকৃত গুরুসেবার অভিনয়ে কপটতারূপ নিজসেবা অথবা অপস্বার্থ সংগ্রহ হইতে সতর্ক হইবেন। প্রকৃত স্নিগ্ধ-শিষ্য ঐকান্তিকী গুরুভক্তি দ্বারা ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতে গুরুসেবার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। বলিয়াছেন "হে অর্জ্জুন! তুমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তিত্রয় লইয়া তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির নিকট শরণাগত হও, তিনি তোমায় তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিবেন।" শ্রীমন্‌গৌরাঙ্গসুন্দরের উপদেশ বাক্যে ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহোদয়ের লেখনীতেও এইরূপ দেখা যায় যথা—

তা'তে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়া-জাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ।।

যাহার শ্রীভগবানে ভক্তি বর্ত্তমান এবং যেমন ভগবানে ভক্তি আছে তেমনি অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্মেও শুদ্ধাভক্তি বর্ত্তমান, তাহার নিকট শ্রুতি শাস্ত্রাদির গূঢ় মর্ম্মার্থ সমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

যাহার ঐকান্তিকী গুরুসেবা-প্রবৃত্তি আছে তিনিই প্রকৃত হরিসেবা করেন, তিনিই সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব।

প্রাণহীন ব্যক্তিকে বহুমূল্য অলঙ্কারাদির দ্বারা সজ্জিত করিলে সে যেমন পরিবারবর্গের নিকট সুখের পরিবর্ত্তে কেবল দুঃখই প্রদান করিয়া থাকে, তদ্রূপ যাহার গুরুভক্তি, নাই, তাহার অলঙ্কারাদিরূপ জাগতিক অন্যান্য সদ্‌গুণ সমূহও কেবলমাত্র দুঃখপ্রদই হইয়া থাকে।

শ্রীগুরুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির যদি ভগবৎপ্রকাশ বিগ্রহ দিব্যজ্ঞানদাতা অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রাকৃত নরবুদ্ধি হয় শাস্ত্রে তাঁহাকে নারকী বলেছেন এবং তাঁহার শ্রবণাদিরূপ ভজনাঙ্গ সমূহ হস্তী-স্নানের ন্যায় বৃথা হইয়া যায়। অর্থাৎ হস্তী যেমন স্নানের পরক্ষণেই তাহার শুণ্ডের দ্বারা ধূলিকণাদি গ্রহণ করিয়া অপরিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের পরম মঙ্গলময় শ্রবণাদিরূপ ভজনাঙ্গ সমূহ দ্বারা পবিত্রতা উপস্থিত হইলেও শ্রবণাদি আকর বিগ্রহ অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি মাত্রই প্রাকৃত ভাবসমূহ পূর্ব্ব পবিত্রতাকে আবৃত ও মলিন করিয়া থাকে।

পরিশেষে শ্রীগুরুপাদপদ্মে কৃতাঞ্জলিপুটে গলবস্ত্রে প্রার্থনা করি যে, গুরুভক্তির বাধকস্বরূপ কপটতা এবং কপটতারূপ নিজসেবার উপায়ণ সংগ্রহ ও জড়ীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহরূপ সমস্ত কন্টকরাশি হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্যগণের গণে গণনাপূর্বক নিষ্কপট ভক্তি প্রদান করুন।

এতৎ সর্বং গুরৌভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জষা জয়েৎ

ভাঃ ৭/১৫/২৫

অসন্তুষ্ট-চিত্ত ব্যক্তির অধঃপতন অবশ্যাম্ভাবী কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক, মোহ, দম্ভ, গ্রাম্যবার্ত্তা, হিংসা, ত্রিতাপ ও ত্রিগুণাদি জয় করিবার উপায় একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে ভক্তিবিধান।

নিত্যানন্দ প্রভু খুব দয়ালু। আর শ্রীল গুরুমহারাজও খুব দয়ালু। তাই এতে কোন সন্দেহই নেই যে সেই চিন্ময় তত্ত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সবই আমরা নিশ্চয়ই পাব। তাহলে আর আমাদের জড়জগতের বাধাবিঘ্ন নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কি আছে? শুধু একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে বৈষ্ণব অপরাধ যেন আমরা কিছুতেই না করি;এই হল আমাদের একটি সাবধান-বাণী। বৈষ্ণব-অপরাধের পথকে আমাদের সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করে চলতে হবে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে একথা ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতি মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি যায় পাতা।।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীপ্রেমধামদেব-স্তোত্রম্
অমৃতবিদ্যা (বাংলা, উড়িয়া)
শ্রীশিক্ষাষ্টক
সুবর্ণ সোপান
শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
শাশ্বত সুখনিকেতন
শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী

Centenary Anthology
Golden Staircase
Heart and Halo
Home Comfort
Holy Engagement
Inner Fulfilment
Life Nectar of the Surrendered Souls
(Sri Sri Prapanna-jivanamritam)
Loving Search for the Lost Servant
Sermons of the Guardian of Devotion
(Vol I, II, III, & IV)
Sri Guru and His Grace
Srimad Bhagavad-Gita-
The Hidden Treasure of the Sweet Absolute
Subjective Evolution of Consciousness
The Golden Volcano of Divine Love
The Search for Sri Krishna Reality the Beautiful

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীলভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের ও তাঁর সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী

Benedictine Tree of Divine Aspiration
Dignity of the Divine Servitor
Divine Guidance
Divine Message for the Devotees
Golden Reflections
Original Source
The Divine Servitor
শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ
রচনামৃত

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীব্রহ্মসংহিতা
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম
শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলী
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
শ্রীনামতত্ত্ব নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার
শ্রীনাম ভজন বিচার ও প্রণালী
শরণাগতি
কল্যাণকল্পতরু
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
শ্রীচৈতন্যভাগবত
শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ

বাংলা ও ইংরাজী ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায়ও এই বই গুলির অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সি ডি, ক্যাসেট ইত্যাদিও প্রকাশিত হয়েছে।

Sri Chaitanya Saraswat Math

Sri Chaitanya Saraswat Math Road, Kolerganj, P.O. Nabadwip
Dt. Nadia, **Pin** 741302. West Bengal, India Ph. (03472) 240086 & 240752 **E-mail:** math@scsmath.com **Web site** : http://www.scsmath.com

Affiliated Main Centres & Branches Worldwide

Srila Sridhar Swami Seva Ashram
Dasbisa, P.O. Govardhan
District of Mathura, Pin 281502
Uttar pradesh, India
Phone : (0565) 281-5495

Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission
96 Seva Kunja, Vrindavan
District of Mathura, Pin 281121
Uttar Pradesh, India
Phone : (0565)2456778

Sri Chaitanya Saraswat Math
Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi
Puri, Pin 752001,
Orissa, India Ph : (06752) 231413

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park
Klokata, Pin 700055,
West Bengal, India
Phone : (033) 2590 9175 & 2590 6508

Sri Chaitanya Saraswat Math
466 Green Street
London E 13 9DB, U.K.
Phone : (0208) 552-3551

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram
2900 North Rodeo Gulch Road
Soquel, CA 95073, U.S.A.
Ph: (831) 462-4712 Fax: (831) 462-9472

St. Ptersburg
Pin 197229 St. Petersburg, P. Lahta
St. Morskaya b. 13, Russia
Phone : (812) 238-2949

Moscow
Str. Avtozavodskaya 6, Apt. 24a
George Aistov Ph : (095) 275-0944

Sri Govinda Dham
P.O. Box 72, Uki, via Murwillumbah
N.S.W. 2484, Australia
Phone : (0266) 795541

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Krishna Sakti Ashram, P.O. Box 386
Campus do Jordao, Sao Paulo, Brazil
Phone : (012) 263 3168

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Avenida Tuy con Avenida Chama
Quinta Parama Karuna
Caracas, Venezuela
Phone : [+58] 212-754 1257

Sri Chaitanya Saraswat Ashram
4464 Mount Reiner Crescent,
Lenasia South, Extension 4
Johannesburg 1820, Republic of South Africa
Tel : (011) 852-2781 & 211-0973
Fax : (011) 852-5725

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva Ashram de Mexico, A.R.
1ro. de Mayo No. 1057,(entre lturbide y Azueta)
Veracruz, Veracrua, c.p. 91700. Mexico Phone : (52-229) 931-3024

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Seva Ashram de Mexico, A.R.
Reforma No. 864, Sector Hidalgo
Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280 Mexico Phone : (52-33) 3826-9613

Sri Govinda Math Yoga centre
Abdullah Cevdet sokak, No 33/8,
Cankaya 06690 Ankara, Turkey
Phone : 090 312 44115857 & 090 312 4408882

Sri Chaitanya Saraswat Math International
Nabadwip Dham Street, Long Mountain
Republic of Mauritius
Phone & Fax : (230)245-3118/5815/2899

Villa Govinda Ashram
Via Regondino, 5
23887 Olgiate Molgora (LC)
Fraz. Regondino Rosso, italy
Tel : [+39] 039 9274445

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার।।
হর্ষে প্রভু কহেন শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।।
নাম সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদগম।।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে।।
যাবৎ আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি।।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্ব মন্ত্র সার নাম-এই শাস্ত্র মর্ম।।

গৌড়-দেশীয় সত্যোপলব্ধির বা তত্ত্বানুভবের মানদণ্ড বলিতে যাহা গৌড়ের উত্তর-পশ্চিমাংশে জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসাশ্রমে উদিত হইয়াছে; উহাই গৌড়ের পূর্ব্বশৈলে উদিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ করুণালোক সঞ্চারিত ও বিতরিত হইয়া জগৎ-জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়াছে। ইহাই সমগ্র আর্য্যভূমির বা ভারতের প্রাপ্তি বা সংসিদ্ধি এবং সমগ্র বিশ্বে ভারতের মর্য্যাদাময় দানের সর্ব্বোত্তম পদার্থ।

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী